CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 April, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১১ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister Masala
সিষ্টার
গুঁড়া মশলা অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

বিলোনীয়ায় পঞ্চাশোর্ধ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। সাতসকালে পঞ্চাশোর্ধ জনৈক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় বিলোনিয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মনচন্দ্রপাড়া এলাকার বাসিন্দা স্বর্গীয় বজেন্দ্র দেববর্মার স্ত্রী শ্রীতি দেববর্মা (৫৫) গতকাল বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আজ সকালে বাড়ির পাশে জঙ্গলে তার মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তার পরিবারের লোকজনদের ও বিলোনিয়া থানায় খবর দেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ের ঝাপ্টায় রাজ্যের ২৪টি ত্রাণ শিবিরে ৪৫৯৭ জন আশ্রিত, ৩৫৫৪টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম/ খোয়াই, ২৩ এপ্রিল।। জোড়া ফলায় বিদ্ধ ত্রিপুরা। একদিকে করোনা-র প্রকোপ, অন্যদিকে প্রকৃতির রুদ্ররূপ। তাতে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ত্রিপুরাবাসী। গতকালের কালবৈশাখীর ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা। এ ঘটনায় ২৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেগুলোতে ১,৬৯৫টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এখন পর্যন্ত খবর, ৩,৫৫৪টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও রিপোর্ট সংগ্রহাধীন বলে জানিয়েছেন রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করেছেন। ত্রাণ সামগ্রী এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তবে, দুশ্চিন্তা এখনই কাটছে না। কারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আগামীকালও ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

প্রসঙ্গত, ঝড়ে রাজ্যে ২৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেগুলোতে ১,৬৯৫টি পরিবারের ৪,৫৯৭ জন আশ্রয় নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত খবর, ৩,৫৫৪টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও রিপোর্ট সংগ্রহাধীন বলে জানিয়েছেন রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করেছেন। ত্রাণ সামগ্রী এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, কালবৈশাখীর ঝড়ে ১৫৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ২০৫৩টি মারাত্মকভাবে এবং ১৩৪৫টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে, সিপাহীজলা জেলায় বিশালগড় মহকুমায় ৫টি এবং জম্পুইজলা মহকুমায় ১২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। অন্যদিকে, খোয়াই জেলায় কল্যাণপুর ব্লকে ৪টি এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ৩টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ওই ত্রাণ শিবিরগুলিতে ১৬৯৫ পরিবারের ৪৫৯৭ জন আশ্রিত রয়েছে। তাতে খোয়াই জেলায় ৯৭ পরিবারের ৩৯৭জন এবং সিপাহীজলা জেলার ১৫৯৮টি পরিবারের ৪২০০ জন শরণার্থী শিবিরে রয়েছে। এদিকে, সিপাহীজলা জেলায় জম্পুইজলা মহকুমায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ২০ পরিবার-কে প্রতি পরিবার ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিশালগড় মহকুমায় বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্তদের ২৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাতে মোট ২৭২১টি বাড়ি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার রিপোর্ট এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে আরও রিপোর্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। কৃষিতে ক্ষতির পরিমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মুক্ত ত্রিপুরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরা করোনা মুক্ত হয়েছে। পরপর পরীক্ষায় করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আজ এক ফেইসবুক বার্তায় এই ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তবুও তিনি রাজ্যবাসীকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আবেদন রেখেছেন।

রাজ্যে দ্বিতীয় করোনা আক্রান্তের শারীরিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। আজ তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আগামীকাল পুনরায় তার নমুনা পরীক্ষা করা হবে। রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আজ এই তথ্য দিয়েছেন স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডাঃ দ্বীপ কুমার দেববর্মা।

তিনি বলেন, গত ১০ এপ্রিল ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর সন্ধান মিলেছিল। তিনি প্রথম রোগীর সংস্পর্শে ছিলেন। একই ট্রেনে তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তবে প্রথম রোগী ট্রেনে দ্বিতীয় রোগীর থেকেই সংক্রমিত হয়েছিলেন, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে।

ডা ঃ দ্বীপকুমার বলেন, গত কয়দিন ধরে করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর ভাইরাল লোড কমছিল না। কিন্তু আজ নমুনা পরীক্ষায় তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁর দাবি, আগামীকাল পুনরায় ওই রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হবে। রিপোর্ট নেগেটিভ আসলে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে তিনি ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত প্রথম রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে গেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক দ্বাদশের উত্তরপত্র মূল্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ঃ শুক্রবার থেকে আগরতলায় ১৩ টি ভ্যানুতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ণের কাজ শুরু হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা এই সংবাদ জানিয়েছেন। উত্তরপত্র মূল্যায়ণের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকরা যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ। এদিকে, প্রতিটি কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে।

এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার প্রয়াস নেওয়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য দপ্তরে আর্থিক অনিয়ম, আধিকারীকদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ সুদীপ রায় বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য দপ্তরে টেস্টিং কিট এবং সেনিটাইজার ক্রয়ে আধিকারীকদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ এমন সংস্থাকে বরাত দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সুদীপবাবু অভিযোগ করেছেন। এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

করোনা মোকাবিলায় গোটা বিশ্বের সাথে সারা দেশ কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছে। এমনই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে করোনা মোকাবেলায় সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ে অনিয়মের অভিযোগ মহতি কাজকে কলঙ্কিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, এই অভিযোগের পাল্টা সরকারী বক্তব্য জানা যায়নি।

সুদীপ বর্মন মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে আর্থিক অনিয়ম নিয়ে বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন। চিঠি মোতাবেক জানা গিয়েছে, করোনা মোকাবিলায় সেনিটাইজার এবং টেস্টিং কিট সরবরাহ করার জন্য যে সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই সংস্থার ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদ চলতি বছরের ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরও মায়াঙ্ক টেকনোক্রেসি নামক এই সংস্থাটি সেনিটাইজার সহ অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করেছে। সুদীপ রায় বর্মন মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে আরও বলেছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের কিছু আধিকারীক কিছু ব্যবসায়ীর সাথে হাত মিলিয়েছে। আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে অধিক মূল্যে সেনিটাইজার ক্রয় করছে ওইসব আধিকারীকরা। এছাড়াও আরও কিছু অনিয়মের কথা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে অবহিত করেছেন। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বাস্থ্য দপ্তরেরও দায়িত্বে রয়েছেন তাই তিনি যাতে এইসব বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতিতে দুর্নীতিগ্রস্থ আধিকারীকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এই দাবি করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

এবার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বর্ধিত ডিএ বন্ধ রাখছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনায় লকডাউনের জেরে দেশের বেহাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একাধিক পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।

করোনার জেরে লকডাউনের ফলে রাজকোষের হাল অত্যন্ত খারাপ। তার মোকাবিলায় এ বার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বর্ধিত ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স (ডিএ) বা মহার্ঘ ভাতা দেড় বছরের জন্য বন্ধের ঘোষণা করল কেন্দ্র। এই সময়ে বন্ধ থাকবে পেনশনভোগীদের বর্ধিত মহার্ঘ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তায় থুথু ও প্রস্রাব করলে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। আগরতলা পুর নিগম, ও রাজ্যের সমস্ত পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তায় কিংবা রাস্তার পাশে থুথু ও প্রস্রাব করলে জরিমানা করা হবে যথাক্রমে ১০০ ও ২০০ টাকা। নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা এমর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। সমস্ত পুর পরিষদ, নগর পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনা স্পর্শকাতর এলাকায় আজ রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা হয়েছে। উদয়পুর, সাতনালা এবং দামছড়া থেকে প্রায় ৬০০ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগী সুস্থ হয়ে উঠছেন। আজ তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী উদয়পুরের বাসিন্দা এবং দ্বিতীয় রোগী টিএসআর জওয়ান সাতনালা এবং দামছড়া ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। তাই ওই তিনটি স্থানকে ত্রিপুরায় করোনা স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। করোনা আক্রান্ত রোগী যেখানে ছিলেন তার ১ কিমি-এর মধ্যে সকলের রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ৩,৮৪০টি রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট এসেছে। তার মধ্যে ৩,৭০০টি কিট বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে। তাঁর কথায়, সারা ত্রিপুরায় ১৫০টি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তাতে, ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং মেডিক্যাল অফিসার সহ ৩৩০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর নিযুক্তি হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই স্বাস্থ্য কর্মীরাই রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা করবেন।

এদিন তিনি আরও জানান, ত্রিপুরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তপ্রহরী মিজোরাম পুলিশকে মারধর, গ্রেফতার রাজ্যের তিন ব্যক্তি

ফেরার ১, জামিনে মুক্ত ২, আগুনে পুড়ে ছাই একটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৩ এপ্রিল।। আন্তঃরাজ্য সীমান্তে প্রহরারত মিজোরাম পুলিশের সাথে ত্রিপুরার কতিপয় বাসিন্দার ঝগড়ায় দুই রাজ্যের মধ্যে অসৌজন্যতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। মিজোরাম পুলিশের দুই কর্মীকে মারধরের ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশ তিন জনকে আটক করেছে। তাদের মধ্যে একজন পালিয়ে গেছে। বাকি দুজন আদালতে জামিন পেয়েছেন। মিজোরাম পুলিশের কর্মীকে মারধরের ঘটনায় ত্রিপুরার তিন বাসিন্দার বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা সত্ত্বও একটি দুস্থ পরিবারের বসতঘরে আগুন লাগানোর ঘটনায় দুই রাজ্যের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। ত্রিপুরা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

এ-বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরা পুলিশের জনৈক পদস্থ আধিকারিকের কথায়, করোনা মোকাবিলায় আন্তঃরাজ্য সীমান্ত পাহারা দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন। এমন-কি লকডাউন চলাকালীন এক রাজ্যের বাসিন্দা অন্য রাজ্যে যেতে না পারেন সে-দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তে কুম্পুই এলাকায় মিজোরাম পুলিশ এবং স্থানীয় চাকমা সম্প্রদায়ের লোক প্রতিদিন পাহারা দিচ্ছেন। কিন্তু, সম্প্রতি তাদের মধ্যে ঝামেলা হওয়ায় ত্রিপুরার চাকমা সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মারে মিজোরাম পুলিশের দুই কর্মী গুরুতর আহত হন। ওই ঘটনায় মিজোরাম পুলিশ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। তাদের গ্রেফতার করে মিজোরাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশকে।

সে-মোতাবেক ত্রিপুরা পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। কিন্তু শারীরিক পরীক্ষা করার সময় একজন পালিয়ে যায়। বাকি দুজনকে পুলিশ আদালতে সোপর্দ করে। কিন্তু আদালত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ৩৫ জন মিজোরাম ফেরত রিয়াং শরণার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৩ এপ্রিল।। লকডাউনে মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় ফিরে শরণার্থী শিবিরের ৩৫ জন রিয়াং শরণার্থীদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা নিয়ে প্রশাসনের সাথে রীতিমতো লুকোচুরি খেলা হয়েছে। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার সময় বেশ কয়েকজন রিয়াং শরণার্থী শিবির থেকে জঙ্গলে পালিয়ে যান। বাকিদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী সময়ে যারা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ত্রিপুরা প্রশাসন। করোনা নিয়ে আতঙ্কের মাঝে প্রশাসনের সাথে রিয়াং শরণার্থীদের লুকোচুরি খেলায় কাঞ্চনপুর মহকুমায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল।

গত ১৪ এপ্রিল মিজোরাম থেকে পাহাড়ি পথে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন ৩৫ জন রিয়াং শরণার্থী। তারা ত্রিপুরায় রিয়াং নাইসিংপাড়া শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দা। খবর পেয়ে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা তাদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা নিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হতে হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জম্পুইজলা, বিশালগড় কল্যাণপুর পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ এপ্রিল।। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৃহস্পতিবার সকালে গতকালের ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত জম্পুইজলা এবং বিশালগড় মহকুমার অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। এছাড়া তিনি কল্যাণপুরে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং খোঁজ খবর নেন।

এদিন ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, এই ঝড় বৃষ্টিতে যাদের বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে তাদের প্রত্যেককে খুব শীঘ্রই সরকারি ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে। যারা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ শিবিরগুলিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিশালগড় এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন প্রথমে বিশালগড় মহকুমার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা এবং ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। তাতে বিশালগড় মহকুমার বাইদ্যাদীঘি, মারাকপাড়া, সিপাহিজলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় এবং নবশক্তিগঞ্জ এলাকার শিবিরগুলি রয়েছে। বাইদ্যাদীঘিতে মুখ্যমন্ত্রী সুনীলচন্দ্র নাহার হাতে ৫, ০০০ টাকার একটি চেক তুলে দেন। বিশালগড় মহকুমার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে রাজস্ব, মৎস্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর ছাড়াও মহকুমা ও ব্লক প্রশাসন থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গতকাল থেকেই জম্পুইজলা এবং বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের তরফে শিবিরে আশ্রিতদের চাল, ডাল, শুকনো মাছ, চিনি, পানীয় জল, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যের উৎপাদিত ফসল বিশেষ করে আনারস এবং সুগন্ধি লেবু বহির্রাজ্যে রপ্তানির জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে এখন থেকে রেলের রেফ্রিজারেটেড পারসেল ভ্যানে পাঠানোর জন্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে কাঞ্চনঝঙ্ঘা এবং ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেসকে ব্যবহার করা হবে। এ বাবদ কাঞ্চনঝঙ্ঘা ট্রেন শিয়ালদহ যাবে তারজন্য সরকারের ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৩৩ টাকা এবং দিল্লি যাওয়া ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেস বাদে খরচ হবে ১ লক্ষ ৪৬ হাজরা টাকা। রেফ্রিজারেটেড পারসেল ভ্যানগুলি ১৭ মেট্রিকটন পর্যন্ত বহন করতে পারবে। পূর্বে কৃষিজাত এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৯৩ ▫ ২৪ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ১১ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ডাক্তারদের রক্ষায় অর্ডিন্যান্স

দেরীতে হইলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডিন্যান্সের সিদ্ধান্ত নিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। ডাক্তার নার্স চিকিৎসা কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হইলে কঠোর শাস্তির সংস্থান রহিয়াছে এই অর্ডিনান্সে। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। এদিন ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশান ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। করোনার আক্রমান ও প্রাদুর্ভাব যতই ছড়াইয়া পড়িতেছে ততই রাজ্যে রাজ্যে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে নানা কারণেই। ইহাতে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়িতে থাকে। এইভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়া কাজ করাও সম্ভব নয় বলিয়া জানাইয়া দেয় তাঁহারা। ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন স্পষ্ট জানাইয়া দেয় যে, সরকার কোনও ব্যবস্থা না নিলে তাহারা প্রতীকি ধর্মঘটের পথে যাইতে বাধ্য হইবে। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা করেন। এই বৈঠকের পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্টের (১৮৯৭) সংশোধনী আনিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে। এই নতুন সংশোধনী অনুযায়ী ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীর উপর হামলা হইলে তিন মাস হইতে ৫ বছর জেল হইতে পারে। যদি আক্রান্তের অঘাত বেশী হয় তাহা হইলে শাস্তি হইবে আরও বেশী। সাত বছর পর্য্যন্ত কারাবাস। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা। সংশোধনীতে বলা হইয়াছে কোনও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে আক্রমণ করা হইলে অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর করার পর এক মাসের মধ্যে এই হামলার অভিযোগ তদন্ত কাজ শেষ করিতে হইবে। দ্রুত তদন্ত সমাপ্ত করিতে হইবে। তাহার পর দ্রুত তদন্ত সমাপ্ত করিয়া চার্জশিট জমা দিতে হইবে এবং যাহাতে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করা হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাজ্যগুলিকে জানাইয়া দিয়াছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর হামলা হইলে তৎক্ষনাত ব্যবস্থা নিতে হইবে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা নতুন নহে। বিভিন্ন রাজ্যে ডাক্তার স্বাস্থ্য কর্মীরা নিগৃহীত হইতেছেন। এই ঘটনা থামিয়া নাই। বেশ কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক ধর্মঘটে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশে প্রতিক্রিয়া হয়। অনেক কাঠকয়লা পোড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারদের বিদ্রোহ সামাল দিতে হইয়াছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় এই ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতেও হাসপাতালে চিকিৎসকরা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা হামলার শিকার হইবার পিছনে কারণগুলির মধ্যে মুখ্য ভুল বা বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ। কিংবা রোগীর চিকিৎসায় চরম গাফিলতির অভিযোগ ঘিরিয়া ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর হামলা ইত্যাদির ঘটনা ঘিরিয়া রাজ্যে রাজ্যে চরম অশান্তির নজীর আছে। এই অশান্তি রোধে রাজ্য সরকার গুলি তেমন কার্য্যকর ভূমিকা নিতে পারে নাই। এই হামলা রোধে রাজ্য সরকারও নিজস্ব আইন ইত্যাদি চালু করিলেও স্থায়ী সমাধানের পথ পাওয়া গিয়াছে কিনা তাহা বলা মুশকিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্ডিন্যান্স রাজ্যে রাজ্যে চালু হইলে হয়তো ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা রোধ হইতে পারে। একথা ঠিক, অনেক চিকিৎসকই সাধারণ রোগীদের কাছে ভগবানের মতোই। ইহাও অস্বীকার করা যাইবে না যে, চিকিৎসকদের একাংশও আসলে চিকিৎসক সমাজের কলংক। তাহাদের কলংকিত ইতিহাস কম নয়। রোগীদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়া দায়িত্ব পালন না করা, দুই নম্বরী ভাবে অর্থ উপার্জনের ধান্দা অনেক চিকিৎসককে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখিয়াছে। মোটা টাকা কামাইবার ধান্দা এইসব নরপিশাচে পরিণত করে। তাই, চিকিৎসকদেরও সৎ সজ্জন হইতে হইবে। রোগীদের প্রতি দায়িত্ববোধ পালনের মধ্য দিয়া প্রকৃত চিকিৎসককে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তবু, ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে যে অর্ডিন্যান্স আনা হইয়াছে ইহার সুফল কতখানি দিবে তাহাই আজ দেখিতে হইবে।

বাড়ি থেকে কলকাতা পুলিশকে কুর্নিশ, ফেসবুকে ভাইরাল

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি পরিশ্রম করছে কলকাতা পুলিশ। জনসাধারণের আপদে বিপদে যেমন সাধ্যমতো সাহায্য করছে, তেমনই আবার গান গেয়ে বা অভিনব উপায়ে শহরবাসীর জন্য করোনা নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছে। সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে যেন অন্য ভূমিকায় কলকাতা পুলিশকে দেখছে সকলে। এরকম প্রচেষ্টাকে এবার কুর্নিশ জানাল ট্যাংরাবাসী। পুলিশ প্রশাসনকে বাড়ির মধ্যে থেকে করতালি দিয়ে সংবর্ধনা জানাল স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি পুষ্পবৃষ্টিও করা হল এদিন। সেই ভিডিয়োই ভাইরাল হল নেটদুনিয়ায়। কলকাতা পুলিশ নিজেদের ফেসবুক পেজে ভিডিয়োটি আপলোড করে লিখেছে পাশে আছি সাধ্যমতো।

রাজ্যের লোকদের আসল সত্য জানতে হবে, চিঠির পাল্টা জবাব রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি স): ফের তুঙ্গে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী তরজা। বৃহস্পতিবার সংবিধানের উল্লেখ করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখরকে পাঁচ পাতার চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী চিঠি পেয়ে পাল্টা জবাব রাজ্যপালের। টুইট করে ”রাজ্যের লোকদের আসল সত্য জানতে হবে” মন্তব্য রাজ্যপালের।

টুইট করে রাজ্যপাল আরও লেখেন, ”মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি আমি পেয়েছি।তবে এটি তথ্যগতভাবে ভুল এবং সাংবিধানিকভাবে দুর্বল।আমার প্রতিক্রিয়া আজ সন্ধ্যা ৭ টা ৪৫ মিনিটে জানাব।রাজ্যের লোকদের আসল সত্য জানতে হবে”। উল্লেখ্য,৫ পাতার চিঠিতে মমতা লিখেছেন, ”মনে হয় আপনি ভুলে গিয়েছেন, আপনি মনোনীত রাজ্যপাল। যে রাজ্যের রাজ্যপাল, সেই রাজ্যকেই আক্রমণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকেও সরাসরি আক্রমণ করছেন। মন্ত্রী ও আধিকারিকদের আক্রমণ করছেন। মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। আপনার বলার ভঙ্গি অসাংবিধানিক। আপনার বক্তব্য আমায় হতবাক করেছে। বাধ্য হয়েই এই চিঠি প্রকাশ্যে এনেছি। মনে হয় আপনি ভুলে গেছেন, আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। আম্বেদকরের কথা উপেক্ষা করা উচিত নয়”।

কয়েকটি জরুরী পরিষেবাকে লকডাউন থেকে ছাড় দেওয়া হল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): দেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বজায় রাখতে কয়েকটি লকডাউন থেকে জরুরী পরিষেবাকে ছাড় দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব পূর্ণ সলিলা শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, একশো দিনের কাজে ১.৫ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের জেলাগুলিতে নোডাল আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের দেখভালের কাজের যাদের দায়িত্ব তাদেরকে এই লকডাউন থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রি পেইড মোবাইল রিচার্জ সেবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলির মধ্যে দুগ্ধ শিল্প, পাউরুটি তৈরির কারখানা, গম কলগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের জন্য বইয়ের দোকান এবং গ্রীষ্মকাল আসার ফলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান গুলিকেও ছাড় দেওয়া হয়েছে।

“না ভূত না ভবিষৎ” এমন লকডাউন কখনও দেখা যায়নি

আর কে সিনহা

আপনারা যখন এই প্রবন্ধ পড়বেন, তখন অভূতপূর্ব লকডাউনের একমাস সম্পূর্ণ হবে। লকডাউন অভূতপূর্ব ছিল। কিছু সামান্য ঘটনা ছাড়া মোদীজির পাশে ছিল গোটা দেশ। এখন ধরে নিন, যদি দিনে দেশজুড়ে ১০টি ঘটনা ঘটেছিল, তবে ৩০ দিনে ৩০০ ঘটনা হয়েছে। ১৩০ কোটির দেশ যেখানে ১৩০ কোটি (তেরোশ লক্ষ) মানুষের বাস, সেখানে এক মাসে ৩০০টি ঘটনার কোনও গুরুত্ব রয়েছি কী? যদিও, অধিকাংশ ঘটনা নির্বোধে ও বিভ্রান্ত তবলীগী জামাতের জন্য হয়েছে। জনগণের সমর্থন কতটা ছিল তা কি আমাদের দেখা উচিত নয়? থালা বাজিয়ে এবং করতালির মাধ্যমে সমর্থন প্রদর্শন করেছেন জনগণ। প্রধানমন্ত্রী যখন প্রদীপ প্রজ্বলনের কথা বলেছেন, তখন সমস্ত মানুষ নিজেদের ঘরের ব্যালকনিতে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তার নেপথ্যে সর্বদা সৎ উদ্দেশ্য থাকে, তা দেশের জনগণ খুব ভালো করেই বোঝেন, প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকের স্বার্থে এবং সুরক্ষার কথাই বলেন। এবার আপনারাই বলুন, চিন ছাড়া সমস্ত সংক্রমিত দেশের জনসংখ্যা প্রতি বর্গকিলোমিটার জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের থেকে অনেক ছোট, তা সে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, ইরান, অথবা ইরাকই হোক। প্রতিটি দেশ ভারতের থেকে ছোট, অথচ সেই সমস্ত দেশে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন।

আর আমরা মৃতের সংখ্যা ৬২৩-এ আটকে রেখেছি এবং সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা মাত্র ১৯,৮৬৯ জন, যার মধ্যে অর্ধেক সংক্রমণ তবলীগীরা ছড়িয়েছে। আমেরিকায় ৮,৪৯,০৯২ মানুষ সংক্রমিত এবং ৪৪,৬২৫ জন মারা গিয়েছেন। ভারতের অর্ধেকেরও বেশি জেলায় এখনও পর্যন্ত সংক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। এটা কী ইতিবাচক নয়। এটাই লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সাফল্য। এখন গ্লাস প্রায় ভর্তি রয়েছে, সামান্য খালি রয়েছে। আপনারা সম্পূর্ণ ভর্তি দেখতে পারবেন না, যে এক সেন্টিমিটার খালি রয়েছে, সেটাই দেখবেন, বিশ্বকে দেখবেন এবং গোটা বিশ্বে প্রকাশিত করবেন। এটা নেতিবাচক চিন্তাভাবনা। এটি এড়িয়ে যাওয়া দরকার। এই ভাইরাস চিনে উৎপন্ন হয়েছে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত দেশে চিকিৎসা সুবিধা, সাধারণ মানুষের শিক্ষা, জ্ঞান-সবই তো ভারতের থেকে অনেক ভালো।

কিন্তু, সেখানে ক্ষতি বেশি হয়েছে এবং সীমিত মেডিকেল সংস্থান সত্বেও অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ থাকা সত্বেও, তবলীগী জামাতের মতো নির্বোধদের বোকামি সত্বেও আমরা করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছি। আশা করছি আগামী কিছু দিনের মধ্যে করোনা-প্রকোপ কমতে থাকবে ভারতে।

যদি কখনও কারও জীবনে কঠিন সময় আসে, তাহলে সেই চ্যালেঞ্জের দু”টি দিক থাকে। একটি হল বিপদ, অপরটি সুযোগ। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনার মোবাইল ফোন আছে। এর মাধ্যমে আপনি যে কোনও প্রান্তে যে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ভিডিও কল করতে পারেন। ছবি পাঠাতে পারেন। কিন্তু, একটি সমস্যা হল, কেউ মোবাইল ফোনের অপব্যবহারও করতে পারে। আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টে কেউ কারসাজি করতে পারে। আপনার নামে বিশ্বব্যাপী ভুল বার্তাও পাঠানো যেতে পারে।

এজন্য আমাদের অবশ্যই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রদত্ত সুযোগগুলি কাজে লাগাতে হবে। বিপদ থেকে সর্বদাই সাবধান থাকা উচিত। এই মুহূর্তে করোনা সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। একবার ভেবে দেখুন করোনা কিন্তু অবকাশ তৈরি করেছে। লকডাউনের জেরে আমরা সবাই বাড়ির ভেতরে রয়েছি। আপনি নিজেও রয়েছেন। আমিও রয়েছি। কারণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাটাই করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে একমাত্র উপায়।

আমি ৯ এপ্রিল পর্যন্ত আমি রাজ্যসভার সাংসদ ছিলাম। ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে এখন অবধি আমি যখন সংসদে যেতাম, তখন সকাল থেকেই সংসদ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র চোখ বোলতাম। কোনও রকমের স্নান করে গাড়িতে বসে নয়ডা বাসভবন থেকে সংসদের উদ্দেশ্যে রওনা দিতাম। গাড়ির মধ্যে বসে প্রাত:রাশ করতাম। সংসদে পৌঁছানোর তাড়াতেই কেটে যেত সকালে প্রথম দিকটা।তারপর সারাদিন সংসদ এবং নিজের সরকারী বাসভবনে চক্কর কাটতেই সারাদিন বেরিয়ে যেত। সংসদ থেকে নয়ডা বাসভবনে ফিরতে কখনও রাত আটটা, তো কখনও রাত দশটা। এমনকি রাত বারোটাও বেজে যেত। নিজের স্ত্রী বাদে আর কারো সঙ্গে দেখা হতো না।পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, আমার নাতনিদের সঙ্গে দেখা করা তো কখনও হত না। কোনওদিন যদি সংসদে না যেতাম। তবে সেই দিন নাতি-নাতনিরা এসে স্কুলে যাওয়ার আগে এক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে আমাকে গুড মর্নিং বলে যেত। এখন, দেখুন কি পরিবর্তন হয়েছে। আমি বিয়ে করেছি আজ ৪৫ বছর হল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিজের সহধর্মিণীর সঙ্গে এক মাসও ভালোভাবে কাটাইনি। বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখন আমার মনে যে আনন্দ হচ্ছে, আশা করি তা অনুভব করতে পারছেন আপনি।

লকডাউন শুরু হওয়ার পপ্রথম দু-চার দিন পরে মনে হয়েছিল যে কাজ কি করে হবে। কিন্তু পরে নিজের জীবন শৈলীতে পরিবর্তন করি। আগের মতই সকালে উঠে স্নান সেরে নিজেকে প্রস্তুত করি। পুজো করার পর প্রাত:রাশ সেরে।

বাড়ির ভেতরে থাকা নিজের কার্যালয়তে গিয়ে বসি। তারপরে ইন্টারনেট ই-মেইল কি চিঠি এল তার ওপর নজর দিই। পাশাপাশি চলতে থাকে জরুরী ফোন। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমেও অনেক কাজ করি। এর পাশাপাশি প্রতিদিন একটা করে প্রবন্ধ লিখি। লকডাউন চলছে। তাই ডিকটেশনটা রেকর্ড করে পাঠাই। প্রবন্ধের খসড়া যখন ই-মেইলের মাধ্যমে আসে। তখন তা সংশোধন করে সংবাদপত্রগুলিকে পাঠাই। যা আপনি পরের দিন সকালে ওঠে পড়েন। পুরো এক মাস কীভাবে কেটে গেল তা বোঝাই গেল না। কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। শরীরও আগের তুলনায় ভালো রয়েছে। খাবার ও পানীয় সবই বাড়ির ভেতর তৈরি করা হয়। সময় মতো তা সরবরাহ করা হয়। বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানোর যে আনন্দ তার অনুভূতি অসাধারণ। এখন গোটা বিশ্বের দিকে তাকানো যাক।

রাস্তায় যানবাহন নেই।

দূষণের মাত্রা কমছে। নদীর জলও পরিস্রুত হয়ে উঠেছে। নীলগাই এবং হরিণ স্বচ্ছন্দে রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিদের কোলাহল সকাল ও সন্ধ্যায় কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার আনন্দটাই আলাদা। আগে মাঝে মধ্যে সূর্যোদয় দেখতে পেলেও। সূর্যাস্তর সময়টা সংসদেই অতিবাহিত হতো। তবে এখন আমি আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই আনন্দ উপভোগ করছি। কখনও আমার সহধর্মিনী এবং শিশুরাও এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বাদ আস্বাদন করতে চলে আসে। আপনি আনন্দের সঙ্গে অবাক হবেন যে শ্বাসকষ্ট এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হত। তাতে ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এটা আমি বলছি না। এইমসের চিকিৎসকেরা এই কথা বলছে। রাস্তায় এখন যানবাহন নেই। আগে স্বাভাবিক অবস্থার সময় সারা দেশে প্রতি এক মিনিটে দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হতো। সেটা এখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বাচ্চারা এখন ঘরে বসে ও খুব স্বাচ্ছন্দ্যে সঙ্গে সময়মতো অনলাইনে ক্লাস করছে। তারাও এটি উপভোগ করছে। মায়েরাও একসঙ্গে ক্লাস করার ফলে হোমওয়ার্ক করতে সুবিধা হচ্ছে। বাচ্চারা এর আগে দাদু - ঠাকুমার ভালবাসা কি জিনিস, তা বুঝতো না। এখন তারা হৈচৈ সৃষ্টি করছে, গল্প বলছে এবং শুনছেও।

সম্ভবত মা বসুন্ধরা এই পরিবর্তনের অপেক্ষা করছিল এতদিন ধরে। এটি সত্য যে বহু হোটেল ও রেস্তোঁরাগুলির কাজ কমে গিয়েছে। চাট এবং পাকোরাগুলির ঠেলাগাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এখন তা ঘরেই তৈরি করা হচ্ছে। দাদু দিদাকে কে ভাল খাবার বানিয়ে খাওয়াতে পারবে। তা নিয়ে আমার নাতি-নাতনিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।কিন্তু অফিসগুলিতে যাওয়া নিয়ে যে হুড়োহুড়ি লেগে থাকত। অফিসে যাওয়ার সময় ট্রাফিক জ্যাম ফেরার পথেও একই দৃশ্য। তা এখন শেষ হয়ে গিয়েছে। হাজার-লক্ষ টনের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রগুলি চলত এবং যা থেকে গরম হাওয়া বেরিয়ে গোটা প্রকৃতিকে দূষিত করত।

তা এখন কমে গিয়েছে। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। আমি একটি সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান। কয়েক হাজার সংবাদপত্রকে সংবাদ সরবরাহ করার পাশাপাশি আকাশবাণী ও দূরদর্শন কেন্দ্র গুলিকে তাদের বুলেটিনের জন্য সময় মত সংবাদ দিতে হয়। প্রথমে ভেবেছিলাম লকডাউনের সময় কি ভাবে এই নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করা যাবে। কারণ, প্রতিটি ভাষায় প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ টি সংবাদ থাকা আবশ্যক। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিটি বুলেটিনের জন্য খবর সরবরাহ করা আবশ্যক। নিজেদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আলোচনা করে, মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করি। লকডাউন সময়কালে, আমাদের সমস্ত সাংবাদিকরা আগের চেয়ে আরও ভাল করছেন এবং প্রতিদিনকার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করছেন। খবরের গুণগত মানও বেড়েছে।

এর অর্থ হ”ল আপনি যদি সতর্ক, সজাগ ,বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানবান হন তবে বাড়ি থেকে কাজ করতে কোনও সমস্যা নেই।

কাজটাকে সতর্কতার সাথে করতে হবে। শয়নকক্ষে শুয়ে কাজ করা যায় না। যদি কোনও আলাদা ঘর না থাকে তবে এমন একটি ডেস্ক থাকতে হবে যেখান থেকে কাজ করা যায়। কোনও ব্যক্তি যখন ডেস্কে বসে থাকে, তখন তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের অনুভব করা উচিত যে অফিসের কাজ এখন চলছে। এই অনুভূতিটুকু থাকা উচিত।

করোনার ফলে সৃষ্টি হওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে এখন আমি কথা বলব। যার ফলে আমাদরে কর্ম-সংস্কৃতির পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। এই করোনার সময়কালে একটি নতুন কাজের পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে গত সপ্তাহে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সোশ্যাল মিডিয়া সাইট লিংকডিনে তার মতামত প্রকাশ করে বলেন, করোনার এই সময়কে একটি সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করে নতুন কাজের পদ্ধতি গ্রহণে কোনও বাধা থাকা উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রী এই নতুন কাজের সংস্কৃতিকে নতুন পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন ’এইআইওইউ’। ’এ’ -র অর্থ এডিটিবিলিটী মানে সামঞ্জস্য। ’ই’-র অর্থ ইফিসিয়েন্সী মানে কর্মদক্ষতা। ’আই’-র অর্থ ইনক্লুসিভিটি মানে অন্তর্ভুক্তিকরণ। ’ও’ -র অর্থ ওপরচ্যুনেটি মানে সুযোগ এবং ’ইউ’-র অর্থ ইউনির্ভাসিলিজম যাকে আমরা সার্বজনীনতা বলতে পারি। পুরো বিশ্বই একটি বিশাল পরিবার এটি আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে আছে। এটাই মেনে চলা উচিত। একটা ভাল জিনিস দেখুন, আপনি বাড়ি থেকে কাজ করে একটা নতুন কাজের পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। নিজেকে এই নতুন কাজের পদ্ধতিতে খাপ খাইয়ে নিন এবং দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে কাজ করুন। কাজে কখনই ফাঁকি দেবেন না। আপনি যেমন আট ঘন্টা কোনও অফিসে কাজ করেন ঠিক তেমন আপনার বাড়িতে কমপক্ষে আট ঘন্টা কাজ করুন এবং মনোযোগ সহকারে কাজ করুন। আপনার মনে রাখা উচিত যে প্রত্যেকে আপনার কাজ থেকে উপকৃত হচ্ছেন।

শুধু আপনার সুবিধার কথা ভাববেন না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। সর্বজনীনতার কথা মাথায় রেখে কাজ করুন।

আমি আপনাকে বলি যে আজ অবধি সমস্ত লড়াইয়ে একটি দেশ কেবলমাত্র অন্য দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে বা কিছু দেশ অন্য কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাল থেকে আপনি মহাভারতের সময় পর্যন্ত দেখুন। শক, হুণ, কুশান, মুঘল ও ইংরেজ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখতে পাওয়া যায়। তবে, এটিই প্রথম লড়াই, যেখানে পুরো বিশ্ব লড়াই করছে এবং সবাই মিলে লড়াই করছে। সবার শত্রু একই করোনা। প্রত্যেকে একে অপরের সাহায্যে পাশে দাঁড়াচ্ছে। করোনা মোকাবিলায় কাজের দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে এবং সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা কি এই নতুন প্রযুক্তির যুগে কোনও নতুন কাজের সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারি না? আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীদের এটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

আমি বলছি না যে আপনার বাড়ি থেকে সাত দিন কাজ করা উচিত। তবে, দেশের সকল অফিস যদি সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ভাগ করা হয় তাহলে নিয়ন অনুসারে, কার অফিস সোমবার খোলা থাকবে, কারও বুধবার আবার কারও রবিবার হবে।

তারা ওই একটাই দিনে অফিসে এসে এক সপ্তাহের কাজের রির্পোট জমা দেবে এবং পরের সপ্তাহের কাজটাও বুঝে নিতে পারবে। যদি এমনটাই হয় তবে অফিসটিও ছোট রাখা দরকার। একটি বড় কনফারেন্স রুম ও একটা বা দুটো ছোট মিটিং রুম থাকলেই হয়ে যাবে। এটাই হবে পুরো অফিসের চেহারা। তাহলে আর ১০০ থেকে ২০০ ডেস্ক এবং কম্পিউটার রাখার প্রয়োজনীয়তাও নেই। দু”শো এয়ার কন্ডিশনার রাখারও দরকার পড়বে না। যদি সমস্ত অফিস সাত দিনে ভাগ করে কাজ করে তাহলে ট্র্যাফিকের বোঝাও কমে ১৪ শতাংশ হয়ে যাবে। রাস্তাও পরিষ্কার থাকবে। দূষণও কম ছড়াবে। কমবে দুর্ঘটনাগুলিও। এমনকি কারখানাগুলিতে যেখানে আমরা একটি শিফটে কাজ করছি, সেখানে যদি আমরা তিনটি শিফটে ভাগ করে কাজ করি, তবে কি আমাদের কাজের চাপ কমবে না? এতে কি উৎপাদন বাড়বে না?

কর্মদক্ষতা আসবে না। এগুলো সবই সম্ভব হবে। কিন্তু আমাদের একটা বিষয় ভাবার প্রয়োজন আছে, এই প্রযুক্তির পরিবর্তনের ফলে দরিদ্রদের জীবনযাত্রায় যেন কোনও প্রভাব না পড়ে। তাদের জীবনযাত্রাও যেন সঠিকভাবে চলে এটাও আমাদের দেখতেই হবে যেন। আজ ধনী বা গরিব সবাই মিলে মোবাইল ব্যবহার করছে। সবাই ইউটিউভ দেখছে। আপনি যদি তাদের আরও কিছু প্রশিক্ষণ দেন, তবে তারাও সহজেই প্রযুক্তির ব্যবহার শিখে যাবে। করোনা আমাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে। এই সুযোগটিকে দৃঢ়ভাবে ব্যবহার করুন। নিশ্চিত করুন যে করোনা আপনাকে ধরে না ফেলে এবং নতুন শক্তি এবং উৎসাহের সাথে একটি নতুন দিকে এগিয়ে চলুন। ভারতের ভবিষ্যত উজ্জ্বল রয়েছে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

আদিখ্যেতার আন্তর্জাতিক রং

দেবজ্যোতি

শূন্যের জরায়ু দিয়ে সেই যে দারুণ দমকা বিস্ফোটে মুহূর্তেণও ভগ্নাংশের কমে এই সৃষ্টি হল সব। ভর, সময়, আলো, টান, শক্তি প্রাণ— উলঙ্গ উচ্ছৃঙ্খল উৎসবের আতসবাজির মতো এই যে ছিটকে ছড়িয়ে গেল অনন্তের পানে, সে জগৎ, জগদীশ বলে গিয়েছেন, শুস্ক জড় নয়, এ জগৎ সজীব, চৈতন্যময়।

চৈতন্য কী? সে আর তিনি বলে যাননি । বলে যাননি পরমহংসদেবও। খালি সক্কলকার চৈতন্য হোক—এইটুকু আশা করে, নাকি আশীর্বাদ করে, কিংবা আকুল প্রার্থনা সেই কাল অসীমের কাছে, তাই সমাধি অমন কল্পতরু তাঁর। কিন্তু তাতে কি চৈতন্য হয়েছে আমাদের? হয়েছে কি না, জানব কী করে? কথায়-ভাবে- অঙ্কে-তত্ত্বে যার ব্যাখ্যা হয় না, কী উপায় তাকে অন্তরে বুঝাবার?

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতেই, একদিন বেলা পড়ে আসা হলুদের আদর মেখে, ননীপসারিণীদের দলের একটি মেয়ে, ঘরে ফিরবে বলে, ফিরতেই হবে তাকে, টিকি বাঁধা আছে তার, অজানা অচেনা এক কান্ডারিকে ভরসা করে, ভাঙা ডিঙা ‘পরে চড়ে বসল নিরুপায়। ওমনি, শেষ সূর্যের হিরণ্যডিম্ব, মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে হঠাৎ বিস্ফোরণে চুরমানর হয়ে শূন্য করে দিল সব। সময়, শক্তি, টান,, ভর। ভার, আলো, প্রাণ— যা কিছু জন্মেছিল সেই অনাদি চৈতন্যগর্ভে হতে, পলকে মিলিয়ে গেল সমস্ত চরাচর। চাকা ঘুরে গেল উল্টো। গ্রন্থিত আছে, অবতার নাকি বিমুখ এক বীরকে, রক্ত গরম করতে, রণাঙ্গনে দাঁড়ায়ে জ্ঞান দিয়েছিলেন সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ। কিন্তু তাতে কি মূল রহস্য উদ্ঘাটন হয়েছিল? হলে কি তার পরেও প্রতি পদে অত দ্বিধা থাকত এ জগতে আর?

এ দুনিয়ায় একটিমাত্র মানুষই আসলে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর একবারই নেমে এসেছিলেন এই মরণশীল মর্তলোকে। একবারই, সেই একবারই, ভুবনে ঘোর লেগেছিল তোড়ে। কালের ঘূর্ণিমাঝে পিছলে গিয়েছিল দু'টি প্রাণ আর ভাঙা ডিঙি একখানা। পাক খেতে-খেতে, পাক খেতে খেতে, ডুবতে ডুবতে অতল , কী জানি কেমন করে, অলীক কোন সে মায়ালোকদ্ধারে পৌঁছে গিয়েছিল তারা, সেখান ঠিক কী হয়েছিল তারপর, জাদু না কি জন্ম আবার দেবা না জানান্তি, কুতো মনুষ্যা, জানে শুধু ঈশ্বর।

পরের ইইতহা, সাড়ে সর্বনাশয টানা। চলেছে অদ্যাবধি। মন্থনে আসলে, অমৃতের সঙ্গে গরলও উগরোয় তো। একপক্ষ মুক্তি পেয়ে অমর হয়ে যায়, সমস্ত দ্বান্দ্বের বাইরে চলে যায়। বাউল। একটি তারেই ধরতে পারে সাত সাতখানা সুর, তার আর কিছুটি লাগে না। অন্যপক্ষ, মহাকাব্যিক জীবন জুড়ে খালি জটিলতায় আটকে থাকে। ক্ষমতা, রাজনীতি, যুদ্ধ, কলব, দায়। এ বসুন্ধরা বিষ বমি করে বারোমাস। আর তাকে মুছতে থাকে পুণ্য দিয়ে। মুছতে পারে না। আসলে চাপা দিতে থাকে একটু একটু পুণ্য যোগ করে করে রোজ। শেষে সেই, পিণ্ডি হয় তাতে।

আসলে, প্রকৃতিময় পাপ, শুধু পাপ উড়ে বেড়ায়, পুঞ্জে-পুঞ্জে। কুঞ্জে কালসাপ, সরে-সরে যায় এঁকেবেঁকে পিচ্ছিল। সেই তরঙ্গে ভাসতে-ভাসতে আনমনা সুর আপনি এসে লাগে সুগনো বাঁশের ফুঁয়ে। ধুয়ে যায় পিছুটান। নিশিগন্ধা ফোটে। খালি, শ্রীমতি আসবে বলে, পথে আলো দিতে, জোছনা জেগে ওঠে।

তবু, কাঁটা। মুখপুড়ুনিয়া পাপিষ্ঠা, তার ঘরভাঙানিয়া ছুট। পাপ। পাপের মূল্য তো দিতে লাগে। রাধা-রক্তে লাল হয়ে যায় মাটি। বেরি, চলো না, একটু বোলপুর যাই, খোয়াই ধরে হাঁটি।

সাত রঙে, কোথাও পিঙ্ক নেই। বর্ণালির বাইরেও, দু'-প্রান্তে আরও টেনে বাড়ালে, একদিকে আলট্রা ভায়োলেট, অন্যদিকে ইনফ্রা রেড, আর কী কী জানি রয়েছে সমস্ত, কঠিন। মানুষ সেসব চোখে দেখতে পায় না। বিজ্ঞানীদের যন্ত্রপাতি পায়। তা দিয়ে বহু তত্ত্বটত্ত্বও হয়, কাগজে পড়ি রোজ। খেতে কিষান, কলে মজুর, সীমান্তে নওজওয়ানের বিশেষ কিছু এসে যায় না তাতে। কোথায় কত কোটি আলোকবর্ষ পারে, কোন নক্ষত্র করে বামন হল, না কি রাক্ষস হল, না কি মরেই গেল, চলেই গেল মায়ের বোগে এক্কেবারে , সেসব নিরীক্ষণ করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য খুঁজে বের করে কী পিন্ডিটা হবে। অথচ সে পিন্ডি চটকাতে যে বিপুল অর্থব্যয় হতে থাকে ফি-বচ্ছর, জানি না, এ দেশের হতভাগ্য চাষা লগলায় দড়ি দেওয়ার সময়ে, এ প্রশ্ন করে কি না, এই যে তোমরা অন্য কোনও গ্যালাক্সিতে মানুষের বাসযোগ্য কোনও গ্রহ আছে কিনা খুঁজছ, সেখেনে গিয়ে থাকবে তোমরা আদৌ? সেখেনে তোমরা খাবে কী? সেখানকার পাথর উপড়োতে, জঙ্গল কেটে জমি করতে, শস্য রুইতে, লোক লাগাবে না তোমাদের? নতুন সে গ্রহে, নতুন বসতে পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করতে, তোমরা কি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করবে? না কি, এখেন দিয়েই অচ্ছুৎ জাত ধরে নিয়ে যাবে, নেংটি পরে হাইড্রেনে নেমে মরার জন্য ফের? মরার পর, সেখেনে তুলতে দেবে রক্তপতাকা? বলতে দেবে নিকিলাব?

মার্কস যতই বাহার করে বলুন, মানুষের ইতিহাসের মূল দ্বন্দ্ব মোটেই শ্রেণিসংগ্রাম না। আসলে জুটো বিপরীতমুখী দল।

একটা, প্রকৃতির কোলে থাকা, তার অংশ হয়ে বাঁচা, গাছপালা-নদীনালা-মাটি-পাথর-বায়ু মাখা, প্রকৃতির সুরেই সংগীত, তার শব্দেই বর্ণমালা, তার নিয়মেই চলা, খিদে পেলে খাবার জোগাড় করো, অগাধ আছে বিশ্বময়। সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। প্রকৃতির সঙ্গে সবচেয়ে বাল করে যে মানিয়ে নিতে পার। আর এর উল্টোদল, প্রকৃতিকে নিজের দখলে আনো, তাকে নিজের মতো বানিয়ে নাও, বানানোর জন্য যা করতে হয় করো, করতেই থাকো, করতেই থাকো, থামার জো নেই। এই দ্বিতীয় দলটিই সভ্য। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই নাকি বড় হয়েছে মানুষ, এই যার বিশ্বাস। বা, প্রোপাগান্ডা। শুধু, পুঁজিতাত্ত্বিকরা নন, মার্কস-ও এই ঘরানারই লোক। এরাই কৃষি করেছে, বাঁধ দিয়েছে, মানুষকে দলিত বানিয়েছে, নগর হেঁকেছে, ডেঙ্গুতে মরেছে, প্লাস্টিক আর পারমাণবিক অস্ত্র গড়েছে, এবার দূরবিনে চোখ রেখে খুঁজতে লেগেছে নতুন কোন বিশ্বকে তার শিশুর বাসযোগ্য করা যাবে, তার কারণ পৃথিবীর যা কিছু নিংড়ানোর, তার হাজারগুণ বেশি, লেবু, কচলিয়ে তিতকুটে করা হয়ে গ্যাছে, বহু বহু যুগ আগেই।

কিন্তু, যেখানে যে চুলোর দুয়োরেই যাও একান্ত যদি গিয়ে উঠতেও পারো, জীবনের মূল বং সেই তিনটে কিন্তু মোটে। সবুজকণা, রক্তকণিকা আর রস।

এছাড়া চলবে না। এদিয়েই সব। আর এই তিনকেই ওরা ভর পেয়েছে চিরকাল। হয় শেষ করে দিতে চেয়েছে নয় নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে চেয়েছে প্রতীকী। ঋতুরক্তকে ঘেন্না করতে শিখিয়েস লাল তুলে নিয়ে গিয়েছে সিঁদুরে। অসুরের রং সবজু করেছে, মাছ করে দিয়েছে অরণ্য, আর বনসাই সাজিয়েছে ঘরে, পরিবেশপিরিত।

কিন্তু, র। প্লব -বিপ্লবের চেয়েও লক্ষগুণে বৃহত্তর শত্রু যে আদি মুক্ত রতি। সেই আসলে অন্তরের সমস্ত কিছুর অবিসংবাদী নিয়ন্তা, তাকে মারবে কী করে? সাউথের সিনেমার মতো কথায় কথায় বালতি বালতি রক্ত ঝরানো যায়, জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া যায়, কিন্তু যে মূল তত্ত্বে প্রাণের আসল প্রতিষ্ঠা, স্বয়ং চৈতন্যের আঁতুড়, অধিষ্ঠান ঈশ্বরের, তাকে নড়াবে, এত জোর কার? ওরা তবু চেষ্টা করেছে, নিজেদের সমস্তটা উজাড় করে দিয়ে চেষ্টা করে গ্যাছে যুগের পর যুগ, অস্ত্র আর আগ্রাসনে যা মাথা লাগিয়েছে, তার দশগুণ ঘিলু নিংড়ে রচনা করেছে পুঁথি পুঁথি নীতি এত—মোচ্ছব, মিডিয়া, ম্যানিকুইন, কিন্তু আজ অবধি নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ পায়নি কিছুতেই। ওরা বুঝতে পেরেছে, মানুষের সহজাত স্নায়ু, তার বিনাশ না হলে, তা সাফ করে নিজেদের মতো প্রোগ্রামিং ছেপে দিতে না-পারলে, এ যুদ্ধ ওরা ওদের পক্ষে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কোনও দিন। আর, সেটা বাবা-বাছা করে, নীতি-নৈতিকতা, ভাল, মন্দ স্বর্গ-নরক , পাপ,পুণ্য বুঝিয়ে, এমনকী, চোখের সামনে সারক্ষণ শাস্তির খাঁড়া চমকিয়েও, আসলে কিছু করা

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার পুর কাউন্সিলর বিশ্বনাথ সাহা পুলিশের হাতে মাস্ক তুলে দেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে ২৪ ঘন্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৬ জন, মারা গেছেন ৭ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় ১৬ জন করোনামুক্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন। বর্তমানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৪ হাজার ১৮৬ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪১৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

গত বুধবারের চেয়ে বৃহস্পতিবার আক্রান্ত বেড়েছে ২৪ জন। গত বুধবার আক্রান্ত হয়েছিল ৩৯০ জন। এ ছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ৭ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৭।দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে নিজ বাসা থেকে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান। অধিদপ্তর থেকে যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি উপস্থাপন করেন।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ৩ হাজার ৯২১টি। দেশের ২১টি পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৩ হাজার ৪১৬টি। গতকালের চেয়ে নমুনা সংগ্রহের হার ২৮.৪৭ শতাংশ এবং নমুনা পরীক্ষার হার আগের দিনের চেয়ে দশমিক ১০.৩৪ শতাংশ বেশি। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৬ হাজার ৯০টি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতি সামাল দিতে নতুন করে শিগগিরই ৮ হাজার চিকিৎসক-নার্স নিয়োগ দেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এরমধ্যে ২ হাজার চিকিৎসক ও ৬ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হবে।তিনি বলেন,বিভিন্ন খবরের কাগজে ও গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে, ভিআইপিদের জন্য আলাদা হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে- এ বিষয়টি সঠিক নয়। সরকার এরকম কোনো ধরনের ব্যবস্থা করেনি। সবার জন্যই একই হাসপাতাল ও একই চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কেউ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের বিবৃতি দেবেন না, যার কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এটি সরকারি নীতিবহির্ভূত। জাহিদ মালেক বলেন,কোনো হাসপাতালই লকডাউন করা হয়নি এবং হবে না। অন্যান্য হাসপাতালে স্বাভাবিক চিকিৎসা বজায় আছে এবং থাকবে। আমাদের সকল হাসপাতালে যেসব ওযুধ সরকার দিয়ে থাকে, সেগুলো সরবরাহ এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, নতুন করে আরও ৩টি জেলায় করোনাভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। ফলে মোট আক্রান্ত জেলার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮টিতে। নতুন আক্রান্ত ৩টি জেলা খুলনা বিভাগের। এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের ৮৫ দশমিক ২৬ শতাংশ রাজধানী ঢাকা ও ঢাকা বিভাগের বাসিন্দা। ৪৫ দশমিক ৫১ শতাংশ ঢাকা নগরের বাসিন্দা। ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলা মিলিয়ে এ সংক্রমণের হার ৩৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। মোট আক্রান্তদের মধ্যে পুরুষ ৬৮ শতাংশ ও নারী ৩২ শতাংশ।তিনি বলেন,দেশে করোনাভাইরাসের সামাজিক সংক্রমণ ঘটেছে। যখন কোথাও সংক্রমণ ঘটলে এর উৎস জানা যায় না বা আক্রান্ত ব্যক্তি কিভাবে সংক্রমিত হলেন তা বোঝা যায় না, তখন সে অবস্থাকে সামাজিক সংক্রমণ বলে। বাংলাদেশ এখন সংক্রমণের তৃতীয় ধাপে রয়েছে।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন,গত ২৪ ঘণ্টায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ৫ জন, নারী ২ জন। মৃতরা সবাই ঢাকার ভিতরের। এদের মধ্যে ষাটোর্ধ ৪ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ২ জন এবং ৪১ থেকে ৫০ এর মধ্যে ১ জন।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ১২৩ জনকে। এখন পর্যন্ত আইসোলেশনে আছেন ৯৯৫ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ২৮ জন। এপর্যন্ত মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন ৬২২ জন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৩ হাজার ৪২৯ জন। এখন পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ১ লাখ ৬০ হাজার ৪৬৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৫৪৮ জন। এনিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৭ হাজার ৮৮৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মোট কোয়ারেন্টিনে রাখা হয় ৩ হাজার ৯৭৭ জনকে। মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ৩৫০ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড় পেয়েছেন ৩ হাজার ৮৪১ জন। এখন পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন ৮৪ হাজার ১৭ জন। বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন ৭৭ হাজার ৯৫৮ জন। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬ হাজার ৩৭৫ জন। এখন পর্যন্ত মোট কোয়ারেন্টিন ৮৪ হাজার ৩৩৩ জন।

বুলেটিন উপস্থাপনকালে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্যে বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

করোনা ভাইরাস : বাংলাদেশে চলমান সাধারন ছুটি বাড়ল ৫ মে পর্যন্ত

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ পরিস্থিতির মধ্যে চলমান সাধারণ ছুটি আরও ১০ দিন বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন নির্দেশনা পালন সাপেক্ষে আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ছুটি বাড়িয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে। করোনার কারণে সরকার প্রথমে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করে। পরে তিন দফায় বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়।৫ মে পর্যন্ত ছুটি বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দেশব্যাপী করোনাভাইরাস রোগ মোকাবিলা এবং এর ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪ মার্চ, ১, ৫ ও ১০ এপ্রিল প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত সাধারণ ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির ধারাবাহিকতায় ২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল এবং ৩ থেকে ৫ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ ছুটির সঙ্গে ১ ও ২ মের সাপ্তাহিক ছুটিও যুক্ত হবে।

ছুটির আওতার বাইরে থাকবে যেসব খাত,জরুরি পরিষেবা যেমন-বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা এবং এ-সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা এ ছুটির বাইরে থাকবেন।সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে।কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জমাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যমে (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) কর্মীরা এ ছুটির আওতাবর্হির্ভূত থাকবেন।ওষুধশিল্প, উৎপাদন ও রফতানিমুখী শিল্পসহ সকল কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে।পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো ও গণপরিবহন পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে।

ছুটিকালীন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না।জরুরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অফিসসমূহ খোলা থাকবে।জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারবে বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।ছুটি ফের বাড়ায় করোনার কারণে দেশে টানা ৪১ দিন ছুটি থাকবে।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। মহামারি করোনাভাইরাস দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও সাতজনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে ১২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হিসেবে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৪১৪জন। ফলে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার হাজার ১৮৬ জন।

ঢাকার বিভিন্ন শ্মশানে পিপিই বিতরন করলেন হিন্দু মহাজোট

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মারা যাচ্ছে তাদের সৎকারের জন্য এবং সৎকার কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ঢাকার বিভিন্ন শ্মশানে সৎকার কর্মীদের মাঝে পিপিই বিতরন করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট এর মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই পিপিই বিতরন করেন।এসময় তিনি বলেন,করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যাক্তিদের যারা সৎকার করেন তারাও মানুষ,তাদেরও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।তাই তাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট পিপিই দেয়ার কর্মসূচি গ্রহন করে।আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে শুরু করা হলো যা পর্যায়ক্রমে সারাদেশে এই পিপিই বিতরন করা হবে।

তিনি বলেন,সারাদেশে আমাদের খাদ্য সামগ্রী বিতরনের কর্মসূচিও অব্যাহত রয়েছে।তারই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার খুলনা জেলা হিন্দু মহাজোটের উদ্যোগে করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীন অসহায় মানুষদের মাঝে ৫৫০ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। খুলনা জেলা হিন্দু মহাজোটের সভাপতি শ্রী কৃষ্ণ নন্দী এই খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন। একই সংগে দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার ৩৩৫ অসহায় পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন বোচাগঞ্জ উপজেলা হিন্দু মহাজোট।

হিন্দু মহাজোট এর মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক আরো বলেন,আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় জনগনের মাঝে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরন, জীবানু নাশক সাবান, লিকুইড হ্যান্ডওয়াস ও মাস্ক বিতরন অব্যাহত রয়েছে।

করোনা ভাইরাস: ঢাকা ছেড়েছেন ৪ হাজার ৪২২ বিদেশি, এসেছেন ১৭৯৯ বাংলাদেশি

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৪২২ বিদেশি নাগরিক ঢাকা ছেড়েছেন। আর বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশ থেকে ঢাকায় ফিরেছেন ১ হাজার ৭৯৯ জন বাংলাদেশি নাগরিক।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, করোনা পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশি নাগরিক যারা নিজ দেশে ফিরতে চান, তাদের সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। একইভাবে বিদেশে আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের নিজ দেশে ফেরাতেও কাজ করছে।ইতোমধ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় ৪ হাজার ৪২২ বিদেশি নাগরিক ঢাকা ছেড়েছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভুটান, মালয়েশিয়া, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, রাশিয়া, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের নাগরিকরা ফিরে গেছেন। এদিকে, বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশ থেকে ঢাকায় ফিরেছেন ১ হাজার ৭৯৯ জন বাংলাদেশি নাগরিক। এদের মধ্যে চীন, ভারত, নেপাল, ওমান, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশ থেকে বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।প্রবাসীরা করোনা আক্রান্ত হলে তাদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন মিশনে চিকিৎসক পুল গঠন করা হয়েছে। হটলাইনও চালু করা হয়েছে। প্রবাসীদের দেওয়া হচ্ছে খাদ্য সহায়তা।বাংলাদেশে থাকা বিদেশি নাগরিকদের সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে বিদেশে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকরা সহযোগিতা যেন পান সে বিষয়ে কাজ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চালু উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ই-বুক

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বৃহস্পতিবার থেকে অসমে উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু হয়েছে ই-বুক ব্যবস্থা। বিভাগীয় ওয়েবসাইট ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.থন্তত্রত্.দ্ধত্থদ্র -এর মাধ্যমে ই-বুক ব্যবস্থায় পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা লাভ করতে পারবে উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়ারা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা দেশ লকডাউনের কবলে। যার ফলে গত ৪০ দিনের বেশি বন্ধ হয়ে রয়েছে রাজ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। লকডাউনের ফলে এবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না করে দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত করা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানও করা যাচ্ছে না। তাই তাদের যাতে ক্ষতি না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বিনামূল্যের বই সরবরাহ করতে না পারায় এই ব্যবস্থা বলে জানানো শিক্ষা সংসদ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। ই-বুক ব্যবস্থা থেকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা বিনামূল্যে তাদের প্রয়োজনীয় বই ডাউনলোড দিতে পারবে।

জানানো হয়েছে, কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখার ১৪টি পাঠ্যবই শিক্ষা সংসদ তাদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। তাছাড়া, দু-একদিনের মধ্যে ইউটিউবের মাধ্যমেও পাঠদান শুরু করবে শিক্ষা সংসদ। ইউটিউবের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা লাভ করবে তিনটি বিভাগের শিক্ষা। প্রথমে বাণিজ্য শাখার পাঠ্যক্রম শুরু হবে।

কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

চড়াইদেও (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : গোটা দেশের পাশাপাশি গত একমাস ধরে লকডাউন চলছে অসমেও। রাজ্যে এতদিন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সব বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল খেতকৃষির কাজকর্মও। এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য শিথিলতা এনে বিধিবদ্ধভাবে সরকারি কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় আগামীতে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে কৃষকদের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি যাতে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে তার প্রতি যত্নশীল হতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল চড়াইদেও জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে জেলার পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করছিলেন।

রাজ্যের রাজস্ব ও দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মহন, দুই সাংসদ তপনকুমার গগৈ ও কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, তিন বিধায়ক নবনীতা সন্দিকৈ, কুশল দুওরি, বিমল বরা, জেলাশাসক রঞ্জন ঘরফলিয়া, পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র সমেত অন্য বিভাগের পদস্থ অফিসারদের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা সভায় চড়াইদেও জেলায় করোনা পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছ থেকে খতিয়ান শুনে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। এজন্য তিনি জেলাশাসককে কৃষকদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন।

কৃষি বিভাগের তৃণমূলস্তরের কর্মচারীদের উৎসাহ দিতে সামাজিক ব্যবধান বজায় রেখে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে যাবতীয় পদক্ষেপ নিতেও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ চরাইদেউ জেলাশাসকের অফিসে দীর্ঘক্ষণের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চড়াইদেও অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের সীমান্তঘেঁষা জেলা। তাই এই জেলার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। সীমান্ত এলাকাবর্তী এই জেলার প্রত্যেকটি পরিবারের কাছেই যাতে সরকারের সমস্ত সুবিধা গিয়ে পৌঁছে সেদিকে নজর রাখতে জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন তিনি জেলার খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেছেন। জেলায় লকডাউন কার্যসূচি ঠিকঠাকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশ মতে যে সব ক্ষেত্রে লকডাউনে শিথিলতা আনা হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবধান মেনে চলা হচ্ছে

ছয়ের পাতায়

করোনা মোকাবিলায় ১০ লাখ পাউন্ড দান করলেন বেল

কার্ডিফ, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনা ভাইরাসে জেরবার গোটা বিশ্ব। মেসি, রোনাল্ডোদের পর এবারা করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড গ্যারেথ বেল। ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফের একটি হাসপাতালে ১০ লাখ পাউন্ড দান করেছেন বেল।

মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। প্রতিদিন হাজারো মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এই মরণব্যাধিতে। বাড়ছে মৃত্যুর মিছিলও। এমতাবস্থায় দেরিতে হলেও ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড গ্যারেথ বেল। নিজ জন্মভূমি ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফের একটি হাসপাতালে ৫ লাখ পাউন্ড দান করেছেন বেল। তার দান করা এই অর্থ কার্ডিফের ইউনিভার্সিটি হাসপাতালকে করোনাযুদ্ধে সহায়তার অংশ হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। এই হাসপাতালেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওয়েলসের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। এছাড়া মাদ্রিদের হাসপাতালগুলোর জন্য আরও ৫ লাখ পাউন্ড দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বেল। স্পেনের রাজধানী এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা শহরগুলোর মধ্যে একটি।

সম্প্রতি এক ভিডিওতে করোনা প্রাদুর্ভাবের

ছয়ের পাতায়

কবিতায় শিরোনাম, ফেসবুকে মোহময়ী গোধূলির আকাশ একগুচ্ছ ছবিতে

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি স)। "চল নতুন করে বাঁচি,/মিথ্যে যত, জরাজীর্ণ, ঝড়কে দিয়ে আসি-/ নিয়ে যাক উড়িয়ে, সব হারিয়ে/ বৃষ্টি নামুক ভারি।/ চল নতুন করে হাসি, নতুন ভালবাসি।/ যুদ্ধ জিতে, নতুন করে, সবাই ভাল থাকি।।"

আজকের গোধূলির একঝাঁক মুগ্ধ করা ছবি এই শিরোনামেই পোস্ট করেছেন ইটিভি বাংলা ভারত-এর স্বর্ণালী মিত্র সরকার ওরফে পিউ। বৃহস্পতিবারের শেষ বিকেলের কালবৈশাখীর আকাশ ওঁর মত ফেসবুকের দেওয়ালে থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছেন সাংবাদিক-চিকিসক-মনস্তত্ববিদ, এককথায় শিল্পমনস অনেকে। তড়িয়ে তড়িয়ে দেখেছেন ওঁদের বন্ধুরা। মনস্তত্ববিদ-গায়িকা সুরেন্দ্রনাথ সেবা কেন্দ্রের কাউন্সিলর ইন্দিরা মুখার্জি বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি ছবির ক্যাপশান'বৃষ্টি শেষে কী অপরূপ রূপে বাহির হলে...'। তাঁর আজ সন্ধ্যার অন্য আর একটি ছবির সেটের ক্যাপশন 'দেখো আলোয় আলোয় আকাশ...', আবার পাঁচটি অপরূপ ফটোর সেটের ক্যাপশন 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া..'।

পর্বতারোহী তথা 'দি ওয়াল'-এর নবীন সাংবাদিক তিয়াস সরকার ছবির শিরোনামে লিখেছেন, "গত বছরের মায়া ফেলে যাবে বলে,/ রাজপথ ভেসে গেছে অচেনা কাজলে.../ তুমিও অঝোরে তাকে শুধু ভালোবেসো, / এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...'

প্রাক্তন ডাককর্তা দেবাশিস সুরের ছবির বিষয় এবং ক্যাপশন রামধনু। এই প্রতিবেদকের দুটি ছবির ক্যাপশন 'মন মোর মেঘের সঙ্গী। আজ সন্ধ্যায়।' ২৪ ঘন্টা চ্যানেলের সংযোজিকা পিউ রায়ের ছবির ক্যাপশন 'বেলাশেষের সাতরং...'। 'আজকাল'-এর সাংবাদিচ অমিতাভ সিরাজ তাঁর দৃষ্টিনন্দন একগুচ্ছ ছবির সঙ্গে লিখেছেন "লকডাউনের বিষন্নতায় উৎসারিত আলো নিয়ে এলো কি? হয়ত...এখন সন্ধ্যা নামার মুহূর্তে সল্টলেকে..."। বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুজিত রায়ের ভিডিও ও কালোসাদা স্টিলের শিরোনাম 'আজকের বৈকালিক বাংলা'।

সন্ধ্যার পর ফেসবুকের আকর্ষণ বাড়িয়েছে চিকিৎসক অরবিন্দ বিশ্বাস এবং গীতিকার তথা সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী দূর্বা সেন গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাধারণ রঙিণ ছবির গুচ্ছ। তালিকায় যুক্ত হয়েছে দৈনিক যুগশঙ্খ'-র গ্রাফিক ডিজাইনার শ্যামনগরের সুখেন্দু ভাস্করের আটটি অসাধারণ রঙিন আকাশ।

কলসি এডিসি ভিলেজ রেশনসোপ পরিদর্শনে যান জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও

লকডাউন চলাকালিন গ্রামে খেটে খাওয়া লোকজনদের সুবিধার্থেরাজ্য সরকার নানান ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে রেশনিং ব্যাবস্থা। রেশনের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বি পি এল ও অন্তোদয় কার্ডে অন্তভূক্ত পরিবারদের বিনামূল্যে চাল প্রদানকরাহচ্ছে। এই চালগুলি সঠিকভাবে গ্রাহকরা পাচ্ছেকিনা তা খতিয়েদেখতে মাঠে নামলো জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাস। এইদিন রেশন পরিদর্শনে বিডিও এর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত ও জোলাইবাড়ী ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির অফিসার সুমন দেবনাথ। জোলাইবাড়ী ব্লকের অন্তভূক্ত কলসী এডিসি ভিলেজের দুইটি রেশনসোপ পরিদর্শন করে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত। তিনি জানান রাজ্যসরকারে পরিকল্পনা গুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে উনারা প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামে গঞ্জে কোনো লোকজন যাতেকরে অভুক্ত না থাকে তার জন্য রেশনিং ব্যাবস্থা সঠিকভাবে চলছেকিনা তা প্রতিনিয়ত দেখেযাচ্ছে ব্লকের আধিকারিকরা। উনাদের এইধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানান।

ডিএ : কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে আপত্তি নেই গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ন্যাশনাল কনফেডারেশনের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনার জেরে দেশের বেহাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা দেড় বছরের জন্য বন্ধের ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এতে আপত্তির কিছু দেখছে না কেন্দ্রের একাধিক পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সংঘ ঘনিষ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সংগঠন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ন্যাশনাল কনফেডারেশনের নেতৃত্ব জানিয়েছেন, করোনাভাইরাসের এই সঙ্কটের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই।

সংগঠনের নেতা প্রবীর কুমার সিং বলেন, "এই পরিস্থিতিতে কোনও কিছু বলার প্রশ্নই নেই। তবে ২০২১ সালের জুলাইয়ের ডিএ যখন ঘোষণা হবে, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা যদি দেওয়া সম্ভব হয়, তার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হবে।"

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ এর জুন পর্যন্ত দেড় বছর বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে না। একই নিয়ম কার্যকর হবে পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও। ২০২১ সালের জুলাই থেকে যখন ডিএ দেওয়া হবে, তখন সংশোধিত হারে দেওয়া হবে। তবে কোনও বকেয়া দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রের ওই বিজ্ঞপ্তিতে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন দেশের প্রায় ৪৮ লক্ষ ৩৪ হাজার সরকারি কর্মী এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ ২৬ হাজার পেনশনভোগী।

মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সাধারণত কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে রাজ্যগুলি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রেও সেটা হলে রাজ্য কেন্দ্র মিলিয়ে সরকারের ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে। সেটা করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় খরচ করা সম্ভব হবে।

রবিবার বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের ভুমিকা নিয়ে ওনলাইনে বক্তব্য রাখবেন মোহন ভাগবত

নাগপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারনে জেরাবার সমগ্র বিশ্ব। করোনায় আক্রান্ত ভারতবর্ষও।এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘের কর্তব্য কি হওয়া উচিত তা নিয়েই আগামী ২৬ এপ্রিল রবিবার বিকেল ৫টায় স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত।

সারা বিশ্বে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে এরমধ্যেই এই সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলছে লকডাউন। যার জেরে বিপাকে পড়েছে কোটি কোটি ভারতবাসী। লকডাউনে বিপাকে পড়া দেশবাসীর সহায়তায় বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে আরএসএস ও আরএসএস-এর একাধিক সহ সংগঠন। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘ এক অনলাইন বৌদ্ধিক বর্গের আয়জন করছে। আগামী ২৬ এপ্রিল রবিবার বিকেল ৫টায় ওই বৌদ্ধিক বর্গের প্রধান বক্তা সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। ওই দিন তিনি "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন বলেই আরএসএস-এর সদর দফতর নাগপুর থেকে সকলকে সরসঙ্ঘচালকের বক্তব্য শোনার আবেদন জানিয়েছেন মহানগর সঙ্ঘচালক রাজেশ লোয়া। আগামী রবিবার ইউটিউব ও আরএসএস-এর ফেসবুকে সরাসরি সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের বক্তব্য শোনার আবেদন জানিয়েছন তিনি। ঋতম অ্যাপেও সরাসরি সম্প্রচারি হবে সরসঙ্ঘচালকের ভাষণ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অনলাইনে আলিফের বলিউড নাচের ক্লাস

করোনাভাইরাসের গৃহবন্দী সময়ে ক্লাস করাচ্ছেন নৃত্যশিল্পী মোফাসসাল বলিউড নাচের প্রশিক্ষণ নিয়ে সেখানে লকডাউনে সবকিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মোফাসসাল। নিজেও অনলাইনে নিজের নাচের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করাতে শুরু করেছেন। দেশের আছে, ফেইসবুক লাইভে তাদের জন্য এ আয়োজনে সপ্তাহে ২ থেকে ৩টি মোফাসসাল বলেন, ''আমি নাচের শেখাচ্ছি। লাইভে ইতিমধ্যে দুটি ক্লাস অনলাইন লাইভে বলিউডি নাচের আল আলিফ। ভারতের মুম্বাই থেকে নিয়মিত কাজ করছেন এই শিল্পী। মুম্বাই থেকে দেশে ফিরে এসেছেন নিয়মিত নাচের ক্লাস করছেন। করার জন্য ঘরে বসে তিনিও ক্লাস নৃত্যশিল্পী বা নাচ নিয়ে যাদের আগ্রহ ক্লাসের আয়োজন করেছেন তিনি। করে ক্লাস করাবেন তিনি। বিভিন্ন স্টাইলের কোরিওগ্রাফি করানো হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ ও ভারতের নাচের লোকেরাই যোগ দিয়েছেন। যে কেউ চাইলে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। এতে শরীরও ভালো থাকবে, নতুন কিছু শেখাও হয়ে যাবে।

সত্যজিৎ ঘরে বসে বানিয়েছিলেন যে ছবি

বিশেষ এই দিনটি এবার এমন এক সময়ে পালিত হচ্ছে, যখন প্রাণঘাতী বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মারা গেছেন ১ লাখ ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ। আমাদের দেশেও দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল।

আজ সত্যজিৎ রায়ের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৯২ সালের এই দিনটিতে এই বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর এবারের মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের সামনে কয়েকটি প্রশ্ন--করোনার এই দিনগুলিতে সত্যজিতের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? সত্যজিতের সৃষ্টি থেকে আমরা কী নিতে পারি এখন? ক্ষুধা ও রোগের এই কালে আসলে শিল্পের মূল্যই বা কতটা?

বৈশ্বিক মহামারি করোনার এই দিনগুলোতে অনেকে ফিরে তাকাচ্ছেন আগের মহামারিগুলোর দিকে। বিগত কয়েকটি শতাব্দীতে বহুবার মহামারিতে বিশ্বজুড়ে অগণিত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাও সরাসরি এমন এক দুর্যোগ দেখেছিল গত শতাব্দীতে। সেবার মহামারি এসেছিল

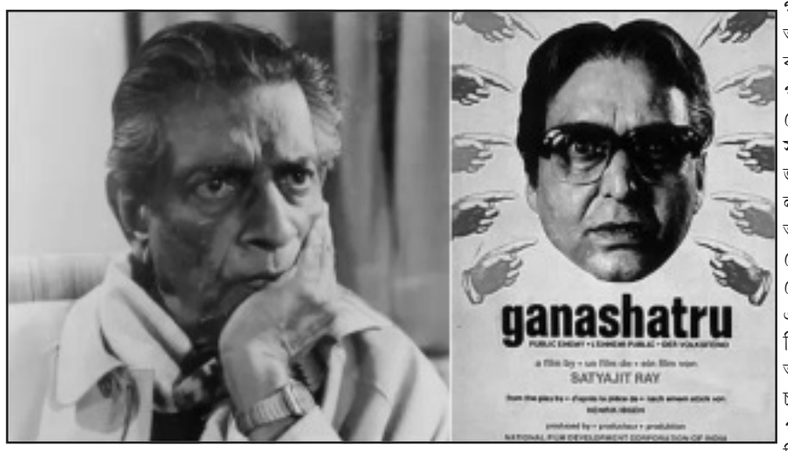

দুর্ভিক্ষের সঙ্গী হয়ে। ১৯৪৩ সালের সেই ভয়ংকর মন্বন্তরে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ মারা যায়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির করুণ ছবিগুলো ক্যানভাসে এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। আর সিনেমার পর্দায় ওই ছবি এঁকেছেন নির্মাতা সত্যজিৎ রায়। ছবির নাম ''অশনি সংকেত''। মহামারি নিয়ে সত্যজিৎ আরেকটি ছবি বানিয়েছিলেন, ''গণশত্রু''।

''অশনি সংকেত''-এর মূল কাহিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলার এক গ্রামের গল্প। গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী অনঙ্গ কিছুদিন হলো এই গাঁয়ে এসেছেন। বাস্তবিক অর্থেই সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা গ্রাম। কোথাও অভাবের চিহ্নমাত্র নেই। গঙ্গাচরণ গাঁয়ের একমাত্র ব্রাহ্মণ, একই সঙ্গে একমাত্র পুরুতঠাকুর, বদ্যিবাবু, মাস্টারমশাই। ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু জাত নির্বিশেষে তার কদর। ভালো আয়ের পাশাপাশি উপরিও বেশ।আজ সত্যজিৎ রায়ের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। ছবি: সংগৃহীত

দিনগুলো চলছিল বেশ। এরই মধ্যে হঠাৎ বাজারে চালের দাম বাড়তে থাকে। লোকের বলাবলিতে জানা যায়, মহাশক্তিধর দেশগুলোর যুদ্ধের কারণে এ সংকট। প্রথম দিকে গঙ্গাচরণ লোকের সমীহবশে কিছু চালের ব্যবস্থা করতে পারলেও কিছুদিন পরই অবস্থা বদলে যায়। চালের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে, গ্রামের সামর্থ্যবানদের গোলার ধান উধাও হয়ে যেতে থাকে। বাজারে সবাই মিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কিন্তু কোথাও চাল নেই, থাকলেও লোকের কাছে তা কেনার পয়সা নেই। ক্ষুধা আর মহামারিতে মরতে থাকে মানুষ। গঙ্গাচরণের চোখের সামনে একসময়ের শান্ত গ্রামে বাড়তে থাকে অরাজকতা। কিন্তু প্রকৃতিতে এই দুর্দিনের ছাপ নেই একদম। মানুষের স্বার্থপরতা ও লোভের ফল হয়ে আসে চর দুর্যোগ। পরে, জীবন সায়াহ্নে হেনরিক ইবসেনের ''এন ফোরকেফিয়েন্দে'' (''আন এনিমি অব দ্য পিপল'') নাটক অবলম্বনে সত্যজিৎ নির্মাণ করেন ''গণশত্রু''। শেষ জীবনে গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সত্যজিৎ কয়েক বছর ছবি বানাতে পারেননি। পরে যখন ডাক্তার অনুমতি দিলেন, শর্ত ছিল শুট করতে হবে ইনডোরে। আউটডোর শুটিংয়ের ধকল তিনি নিতে পারতেন না। সত্যজিৎ দমে যাননি, এই শর্ত মেনেই হাসপাতালে ও ঘরে থেকে নিজের সৃজনশীল কাজ চালিয়ে যান। প্রায় ইনডোরে বানান তিনটি ছবি, যার প্রথমটি ''গণশত্রু''।দুর্ভিক্ষ পদধ্বনি শোনা যায়। ক্রতঅশনি সংকেতক্র ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ববিতা।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর চণ্ডীপুরকে ঘিরে ''গণশত্রু'' ছবির গল্প। এখানকার স্বনামখ্যাত ডাক্তার অশোক গুপ্ত চিকিৎসা করার সময় বুঝতে পারেন, হঠাৎ করেই পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে। এজন্য তিনি চণ্ডীপুরের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল ভুবনপল্লীর জল পরীক্ষা করতে পাঠান কলকাতার ল্যাবরেটরিতে। বেশির ভাগ রোগী ওই অঞ্চল থেকেই আসছিল। ফলাফলে দেখা যায়, সেখানকার পানীয় জল রোগের জীবাণুতে ভর্তি।

এদিকে ভুবনপল্লীর ঠিক মাঝখানে ত্রিপুরেশ্বর মন্দির, চণ্ডীপুরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান। আর মন্দিরের জল চরণামৃত হিসেবে লোকে ভক্তিভরে পান করে। ডাক্তার তাঁর ভাই, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নিশীথ গুপ্তের কাছে প্রস্তাব করেন, যতদিন জলের লাইন সারানো না হচ্ছে, ততদিন মন্দির বন্ধ করতে। এখুনি ব্যবস্থা না নিলে মহামারি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চেয়ারম্যান ভাই এ কথা মানতে চান না। মন্দিরের কারণেই চণ্ডীপুরের এত আয়, এত সমৃদ্ধি। এদিকে মন্দির কমিটির বক্তব্য, চরণামৃত ঈশ্বরের প্রসাদ। তাতে কোনো দোষ থাকতে পারে না। এই অন্ধ সংস্কারের জের ধরে অশোক গুপ্তর বিরুদ্ধে একজোট হয় সবাই। তার বাড়িতে হামলা হয়। তাঁকে বলা হয় ''গণশত্রু''।ত্রিপুরেশ্বর মন্দিরের সামনে ক্রগণশত্রুক্র সৌমিত্র।ছবিতে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, মমতাশঙ্কর, দীপঙ্কর দে। ''গণশত্রু'' মুক্তি পায় ১৯৮৯ সালে। ইবসেন নাটকটি লিখেছিলেন ১৮৮৭ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর একটি নাটক, বিংশ শতাব্দীর একটি ছবি আজ একবিংশ শতাব্দীতেও অনেক প্রাসঙ্গিক। এখনো কিছু মানুষের লোভ, অন্ধ বিশ্বাস ও স্বার্থপর মানসিকতার কারণে ভুক্তভোগী হয় আরও অনেক সাধারণ মানুষ। স্বেচ্ছা গৃহবন্দিত্বের সময়টায় এই মাস্টার ফিল্মমেকারের সবগুলো ছবি দেখে ফেলতে পারেন। তবে ''অশনি সংকেত'' ও ''গণশত্রু'' ছবি দুটি দেখার সময় বোধ হয় এখনই। মহামারির এই সময়, এমন সময়ের মানবিক সম্পর্ক ও মানুষের ভুলগুলোকে বুঝতে ছবিগুলো হয়তো সাহায্য করবে। হয়তো যুক্তিপূর্ণ কঠিন সত্যকে মেনে নিতে আমাদের সচেতন করবে। মহৎ শিল্পের একটি কাজই যে মানুষকে জাগানো।

এক সকালে করোনা মহামারির অশুভ ইঙ্গিত

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের দাবি, তাঁর এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বলিউডে কমবেশি অনেকেই এ সম্পর্কে জানেন। দীপিকা নাকি আগামী দিনে কী ঘটতে চলেছে, সেই আভাস পান। এমনকি করোনা মহামারি সম্পর্কেও নাকি আগে থেকেই আভাস পেয়েছিলেন ৩৪ বছর বয়সী এই বলিউড তারকা। নিজের জীবনে কী ঘটতে চলেছে, এমন অনেক আভাস ঘটনার আগেই পেয়েছেন দীপিকা। তাই অনেক সময় তিনি নিজে সতর্ক হয়েছেন, আবার আশপাশের মানুষকেও সাবধান করেছেন। এমনকি রণবীর কাপুর যে তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করবেন, এমন আভাসও নাকি পেয়েছিলেন দীপিকা। তাই ২০০৯ সালেই ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে রণবীরকে হাতেনাতে ধরতে পেরেছিলেন তিনি। এ ছাড়া আরও অনেক ঘটনার সাক্ষী তাঁর আশপাশের মানুষ।

দীপিকা এবার জানালেন, করোনার এই ভয়াবহতার কিছুটা আভাস পেয়েছিলেন এই বলিউড অভিনেত্রী। তাই আগেভাগে সবাইকে সাবধান করেছিলেন তিনি। 'প্যারিস ফ্যাশন উইক'-এ যাওয়ার কথা ছিল দীপিকার। তখনো প্যারিস করোনায় আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু দীপিকা আগেভাগে বুঝতে পেরেছিলেন করোনার ভয়াবহতার কথা। তাই তিনি প্যারিস যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেন।

লকডাউনের আগেই একটি ছবির শুটিংয়ের জন্য তাঁর কানাডা ও শ্রীলঙ্কা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দীপিকা নিজে উদ্যোগ নিয়ে সব সফর বাতিল করেন। এমনকি অন্যদেরও অযথা বাইরে ঘুরে বেড়াতে নিষেধ করেন। ছবিটির শুটিংয়ের জন্য দীপিকাসহ সব কলাকুশলীর ১৮ মার্চ শ্রীলঙ্কা যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আর ওই দিনই শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। এরপর তাঁদের কানাডা যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ১৮ মার্চের পাঁচ দিন আগে এক সকালে দীপিকার এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তিনি নাকি এক অশুভ ইঙ্গিত পান। তাই দেরি না করে তড়িঘড়ি ছবির নির্মাতা করণ জোহরকে ফোন করে জানান তাঁর এই অনুভূতির কথা।বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, দীপিকা করণকে বলেছিলেন, 'আমার কোনো কিছুই ঠিকঠাক লাগছে না। মনে হচ্ছে, শ্রীলঙ্কায় গিয়ে সবাই ফেঁসে যাব। দীর্ঘদিন ভারতে ফিরতে পারব না। সবকিছু অনিশ্চিত হয়ে যাবে।' সারা বিশ্বে মহামারি করোনার এই তাণ্ডবের আভাস দীপিকা আগেই পেয়েছিলেন। তাই সব শুটিং তিনি পরিচালক ও প্রযোজকদের মত না থাকা সত্ত্বেও নিজ উদ্যোগে লকডাউন শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগেই বাতিল করেন। পরিচালক শকুন বাত্রাও দীপিকার কথামতো তাঁর ব্যক্তিগত ট্যুরও বাতিল করেছিলেন। কারণ, ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সবাই জানেন দীপিকার এই প্রতিভার কথা। শকুন বাত্রার এই ছবির নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। দীপিকা ছাড়া ছবিটিতে আরও আছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং অনন্যা পান্ডে। শকুনের এই ছবিটি একটি প্রেম কাহিনি নিয়ে।

হাজার কোটির ক্ষতির মুখে বলিউড

প্রথম পর্যায়ে গত ২৫ মার্চ ভারতে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা করা হয়। এর পর ১৫ এপ্রিল এর সময়সীমা আরও ১৯ দিন বাড়ে। তবে ভারতের মাল্টিপ্লেক্স ও সাধারণ প্রেক্ষাগৃহগুলোতে আরও আগেই তালা ঝোলানো হয়েছিল। ২০ মার্চ থেকে বলিউডে কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ থাকার কারণে প্রথমে আশঙ্কা করা হয়েছিল, এ যাত্রায় ৬০০ থেকে ৯০০ কোটির আর্থিক ক্ষতি হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে লকডাউনের মেয়াদ বাড়লে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। বলিউডের বক্স অফিস বিশ্লেষকেরা ধারণা করছেন, এখন বলিউড এক হাজার কোটি রুপির বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। বক্স অফিস বিশ্লেষকদের মতে, লকডাউনের পর প্রেক্ষাগৃহ খুলে গেলেও শুরুতে দর্শকসংখ্যা হাতে গোনা থাকবে।

করোনার সংক্রমণ রুখতে চীনে দীর্ঘদিন লকডাউন জারি ছিল। লকডাউন উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের সব প্রেক্ষাগৃহ খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো দর্শক প্রেক্ষাগৃহের ত্রিসীমানায় পা রাখেননি। তাই সিনেমাহল খোলার তৃতীয় দিনেই হলের মালিকেরা আবার তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ভারতেও লকডাউনের পরপরই প্রেক্ষাগৃহ খুললে চীনের মতো অবস্থা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। তখন সিনেমা হলের মালিকদের আরও ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে রোহিত শেট্টির ছবি সূর্যবংশী ও কবির খানের ৮৩ মুক্তির জন্য প্রস্তুত। লকডাউন উঠে গেলেও এই দুই পরিচালক নিশ্চয়ই চাইবেন না যে তাঁদের ছবি ফাঁকা হলে মুক্তি পাক। করোনার কারণে সবার আগে ক্ষতির মুখ দেখেছে বাগি থ্রি ও আংরেজি মিডিয়াম ছবি দুটি। টাইগার শ্রফের বাগি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। তাই এই ছবি থেকে নির্মাতারা অনায়াসে ১৫০ কোটি রুপি আয়ের আশা রেখেছিলেন। কিন্তু করোনা তাঁদের সব আশায় পানি ঢেলে দেয়। অন্যদিকে আংরেজি মিডিয়াম ছবিটি থেকেও ভালো আয়ের আশা ছিল নির্মাতা ও প্রযোজকের। কারণ, হিন্দি মিডিয়াম-এর মতো সফল ছবির সিকুয়েল এটি। তা ছাড়া ইরফান খান এই ছবিটি দিয়ে দীর্ঘদিন পর আবার পর্দায় ফিরেছিলেন। আংরেজি মিডিয়াম মুক্তির পরপরই লকডাউন ঘোষণা করা হয়।

লকডাউনের কারণে একাধিক ছবির মুক্তি পিছিয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, লকডাউন উঠে গেলে একটি ছবির সঙ্গে অন্য ছবির হাড্ডাহাড্ডি টক্কর হবে। বলিউডের বড় নির্মাতারা সাধারণত সব সময় চেষ্টা করেন 'ক্ল্যাশ' (সংঘর্ষ) এড়াতে। কিন্তু লকডাউনের কারণে এ বছর 'ক্ল্যাশ' এড়ানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আগামী দিনে বলিউডে মনোমালিন্য, বিবাদ আর রেষারেষি বাড়ার আশঙ্কাও করা হচ্ছে। এমনকি সালমান খানের রাধে ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাইও ঈদের দিন মুক্তি পাবে না।

করোনার কারণে সব ধরনের শুটিং বন্ধ এক মাসের বেশি সময় ধরে। ফাঁকা পড়ে আছে শুটিং সেট। এ কারণে বেশ কিছুর ছবির দামি সেট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ২১ মার্চ অজয় দেবগনের পরবর্তী ছবি ময়দান-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। স্পোর্টস বায়োপিকের জন্য নির্মাতারা মুম্বাইতে এক অস্থায়ী স্টেডিয়াম বানিয়েছিলেন। এই সেটটি নির্মাণ করতে খরচ হয় সাত কোটি রুপি। সেখানে ফুটবল ম্যাচের কিছু দৃশ্য ধারণের কথা ছিল। কিন্তু কাজ আটকে যাওয়ায় ময়দান ছবির সেটটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানান নির্মাতারা। এর মধ্যে যদি বৃষ্টি আসে, তাহলে সেটটি পুরোপুরি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। এদিকে সঞ্জয়লীলা বানসালির গাঙ্গুবাঈ কাঠিওয়াড়ি ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল মার্চের শেষে। ছবির জন্য মুম্বাইয়ের গোরেগাঁও ফিল্ম সিটিতে ছয় কোটি রুপি ব্যয়ে সেট নির্মাণ করা হয়। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দেখে নির্মাতাদের ধারণা যে মে মাসেও ছবির শুটিং শুরু করা যাবে না। আর জুন মাসে বর্ষা চলে আসবে। তাই এই সেটটি তখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করছেন নির্মাতারা। জানা গেছে, সঞ্জয়লীলা বানসালির ব্যানারের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি এটি হতে চলেছে। ছবির মূল চরিত্রে আছেন আলিয়া ভাট।

শিল্পীদের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু করা কঠিন

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু করা কঠিন বলে মনে করেন শিল্পী আসিফ আকবর। তাঁর মতে, বাংলাদেশের সংগীত অঙ্গনে ঐক্যের ঘাটতি আছে। সে কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের জন্য কাজ করা কঠিন। তবু এই মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের জন্য কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

করোনায় অন্য সব পেশাজীবীর মতো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পীসমাজও। জনসমাগম বন্ধ, কনসার্ট ও অনুষ্ঠানে গেয়ে আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে তাঁদের। দীর্ঘ মেয়াদে এ অবস্থা চললে বিপদে পড়তে হবে কণ্ঠশিল্পীদের। এ অবস্থায় যাঁদের হাতে গচ্ছিত অর্থ নেই, তাঁদের রয়েছে অভাবে পড়ার আশঙ্কা। এদিকে গত ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। এ ছুটি কবে শেষ হবে বা সামাজিক দূরত্ব কতকাল বজায় রাখতে হবে, তা কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া করোনাভাইরাস থেকে কবে নাগাদ মুক্তি মিলবে বা কবে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, সেটাও কেউ বলতে পারছেন না।

শিল্পী আসিফ আকবর বলেন, ''বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গন ছোট্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি। তবু এখানকার শিল্পীদের মধ্যে ঐক্য নেই। আমরা যদি সরকারের কাছে কোনো আবেদন করি, চার-পাঁচটি আবেদন জমা পড়বে। যদি কোনো উদ্যোগ নিই, তখন একই ধরনের চার-পাঁচটা উদ্যোগের কথা শোনা যাবে। যদি কোনো ধারণা সামনে আনি, শিল্পীরা চার-পাঁচটা আদর্শে বিভক্ত হয়ে যায়। তবু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, সম্মিলিতভাবে একটি তহবিল গড়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের সহায়তা করা যায় কি না।''

সরকারের পক্ষ থেকে সংগীতাঙ্গনের জন্য কী ধরনের উদ্যোগ নিলে তাঁরা উপকৃত হবেন? এমন প্রশ্নে আসিফ প্রথম আলোকে বলেন, ''সরকার যদি অতি অল্প সুদে শিল্পীদের ঋণ দিতে পারে, তাহলে খুবই ভালো হয়। কেননা কবে নাগাদ এ অবস্থার পরিবর্তন হবে, তা আমরা কেউ জানি না। কবে নাগাদ আবার স্টেজে গান করতে পারব, সেটাও জানা নেই। শিল্পীদের যদি সরকার ঋণ দেয়, পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শিল্পীরা রোজগার করে সরকারকে সেই ঋণ শোধ করে দিতে পারবে। কনসার্ট না থাকলেও শিল্পীদের বাড়িভাড়া, বাজার খরচসহ দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যয় আছে। এক একজনের খরচ এক এক রকম। তাই অল্প সুদে ঋণ পেলে আমার মনে হয়, শিল্পীদের জন্য সুবিধা হয়।''

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে এই শিল্পী মনে করেন, প্রকৃতি সব সময় নিজের যত্ন নেয়। মানুষের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবী নিজের যত্ন নিতেই এই ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের ভুলের কারণেই এটা হয়েছে। মানুষ প্রকৃতির ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, এ ভাইরাসের প্রকোপ তারই ফল।

২০০১ সালে ''ও প্রিয়া তুমি কোথায়'' গানটির দিয়ে সংগীতাঙ্গনে তারকা হয়েই প্রবেশ করেন শিল্পী আসিফ আকবর। তারপর তাঁর দীর্ঘ পথচলা। সেই নামে প্রকাশিত তাঁর অ্যালবামটি বিক্রি হয়েছিল ৬০ লাখ কপি। পরেও বহু শ্রোতাপ্রিয় গান মানুষকে উপহার দিয়েছেন এই শিল্পী। গত বছর গহীনের গান চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন আসিফ।

১০ হাজার মানুষকে খাওয়াচ্ছেন ''বাহুবলি''র তামান্না

লক ডাউনে কাজ হারানো অসহায় মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ভারতের অসংখ্য চলচ্চিত্র তারকা। সেই তালিকায় নাম লেখালেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় তারকা, ''বাহুবলি'' খ্যাত তামান্না ভাটিয়া। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লাখো মানুষ কাজের আশায় অর্থ উপার্জনের জন্য পাড়ি জমায় মুম্বাই। কিন্তু হঠাৎ করোনা মহামারীর কবলে কাজ হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে অসংখ্য মানুষ। এরকমই ১০হাজার মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন ৩০ বছর বয়সী তারকা অভিনয়শিল্পী তামান্না ভাটিয়া। এই কাজে তামান্নাকে সাহায্য করছে লেটস অল হেল্প নামের একটি এনজিও।

কর্মহীন হয়ে পড়া অভিবাসী শ্রমিকদের সাহায্যে ৫০ টনেরও বেশি খাদ্যপণ্যের খরচ দিচ্ছেন তামান্না। সেগুলো দিয়ে কী কী কেনা হবে, কোত্থেকে কেনা হবে, কীভাবে বিরতণ করা হবে, সেগুলোরও তত্ত্বাবধায়ন করছেন তিনি। মুম্বাইয়ের বস্তি, আশ্রয়কেন্দ্র ও বৃদ্ধাশ্রমের ১০ হাজারেরও বেশি মানুষের মধ্যে এগুলো তামান্নার পক্ষ থেকে বিতরণ করবে লেটস অল হেল্পের স্বচ্ছাসেবকেরা।

তামান্না বলেন, ''করোনা মহামারীতে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। লকডাউনে ঘরে থেকে, সামাজিক দূরত্ব মানার বিকল্প নেই। যতক্ষণ না পর্যন্ত করোনার যথাযথ চিকিৎসা আবিষ্কৃত না হচ্ছে। আমরা সবাই আমাদের জীবন নিয়ে শঙ্কিত। কিন্তু যারা দিনমজুর তারা পরের বেলা কী খাবেন, পরিবারকে কী খাওয়াবেন, তাই নিয়ে চিন্তিত। আসুন, আমরা এমন কিছু করি যাতে এই লক ডাউনে কাউকে ক্ষুধা পেটে না ঘুমাতে হয়। আসুন, আমরা নিরাপদে থেকে সবাই সবার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।''

ইনস্টাগ্রামে এই নিয়ে একটা পোস্টও দিয়েছেন তামান্না। লিখেছেন, আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে, তাঁদের যেন কাজের খোঁজে বাইরে না বেরোতে হয়। এছাড়াও, তামান্না এই প্রতিষ্ঠানের ফান্ডের ঠিকানা শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে। সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে এখানে অর্থ বা খাবার দেবার জন্য।

লকডাউনে তামান্না বাবা মায়ের সঙ্গে বাড়িতেই আছেন। ডায়েরি লিখছেন। অনলাইনে ব্যায়াম করছেন। ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানাচ্ছেন। পুরোনো দিনের ছবি দেখছেন। আর এইসব ছবি আর ভিডিও ভক্তদের সঙ্গে ভাগ কওরে নিচ্ছেন

বৃহস্পতিবার সদর মহকুমা শাসকের কাছে আমরা বাঙালি ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-যুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করার আহ্বান করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউন চলাকালীন প্রত্যেক নাগরিককে গৃহবন্দি থেকে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারকে সাহায্য করার আহ্বান জানান করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। করোনা মহামারি থেকে দেশের জনগনকে সুরক্ষিত রাখতে লকডাউনের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লকডাউন চলাকালীন দেশের সাধারণ জনতা যাতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সেজন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। তাই নিজের, পরিবারের এবং দেশের জনগণের কথা চিন্তা করে জেলাবাসীকে সরকারি বিধি নিষেধ মেনে চলার অনুরোধ জানান সাংসদ কৃপানাথ। একই সঙ্গে কোনও অবস্থায় লক ডাউন আইন অমান্য না করারও আবেদন জানান সাংসদ।

কোভিড-১৯ নোভেল করোনা মারণ ভাইরাস প্রতিরোধে দেশের জনগণ এক মাস থেকে গৃহবন্দি। ভাইরাস প্রতিরোধের একমাত্র উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে জনতা লাগাতার গৃহবন্দি হয়ে আছেন। এতে দিন মজুর, খেটে খাওয়া, মেহনতি মানুষের দুর্দশা চরমে উঠেছে। বিনামূল্যে সরকার প্রদত্ত মাথাপিছু ৫ কেজি চাল বণ্টনেও চলছে চরম বিশৃঙ্খলা। রেশন কার্ডহীনদের মধ্যে নগদ এক হাজার টাকা বণ্টনেও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা স্বজনপোষণ নীতি অবলম্বন করছেন। রেশন কার্ডহীন পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোকেদের এই নগদ এক হাজার টাকার অনুদান পাওয়ার কথা থাকলেও, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে এক হাজারের স্থলে ৫০০ নতুবা ৭০০ টাকা বণ্টন করছেন।

সমগ্র জেলা জুড়ে এ ধরনের অভিযোগের পাহাড় জমেছিল। সাধারণ জনগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার সাংসদ কৃপানাথ মালাহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে অভাব অভিযোগ শুনেন। সেই সঙ্গে জেলা বিজেপির বিভিন্ন মণ্ডল কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে দলীয় তৃণমূল স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্তমান সময়ে পরিস্থিতির শিকার অসহায় মানুষের খোঁজ খবর নেন সাংসদ। এদিন উত্তর করিমগঞ্জের কয়েকটি মণ্ডলে উপস্থিত অসহায় দুর্গতদের খোঁজখবর নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী গৃহবন্দি অসহায় জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন সাংসদ কৃপানাথ মালাহ। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সজাগ দৃষ্টি রাখতে আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়া জেলা খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকদের গনবণ্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে আদেশ দেন সাংসদ মালাহ। নির্ধারিত বিনামূল্যের ৫ কেজির বদলে কম পরিমাণে চাল বণ্টন করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন সাংসদ কৃপানাথ। উত্তর করিমগঞ্জের বিভিন্ন মণ্ডলের খোঁজ খবর নেওয়ার পর বিকেল পাঁচটা নাগাদ দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলে এসে উপস্থিত হন সাংসদ কৃপানাথ। নিলামবাজারে অবস্থিত মণ্ডল কার্যালয়ে দলীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এলাকার জনগমের খোঁজখবর নিয়েছেন। দলীয় কর্মকর্তাদের দাবি অনুযায়ী সাংসদ দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের অন্তর্গত পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোকদের জন্য ২৫ কুইন্টাল চালের ব্যবস্থা করে দেন। এদিন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার, জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি ডা. দেবতোষ পাল, সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, শিপ্রা গুন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত দে, অভিজিৎ রায়, প্রিয়তোষ দে, দীপঙ্কর দাস প্রমুখ।

ফেসবুকে হিন্দুত্ববাদী পোস্ট করেই এলাপাথাড়ি গুলি চালাল ঝাড়্গামের জুনিয়ার কনস্টেবল, চাঞ্চল্য এলাকায়

ঝাড়্গাম, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : ফেসবুকে হিন্দু ভাইদের একত্রিত হওয়ার মতো বিস্ফোরক পোস্ট করার পরেই এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে ঝাড়্গামের এক জুনিয়ার কনস্টেবল। বৃহস্পতিবার ঝাড়্গাম পুলিশ লাইনে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত চলে তার এই কর্মকাণ্ড। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

এদিন ঝাড়্গাম শহরের পুলিশ লাইনে বেলা ১টা নাগাদ জুনিয়ার কনস্টেবল কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে আরাম্ভ করেন। সন্ধ্য পর্যন্ত দফায় দফায় গুলি ছুঁড়তে থাকেন। এদিন বিকেলের সময় শুরু বৃষ্টি, কিন্তু সময়ও চলছিল গুলি। এদিকে পুলিশ ওই জুনিয়ার কনস্টেবলের গতিবিধি লক্ষ করার জন্য ড্রোন ক্যামেরা উড়িয়ে তার ছবি তুলে অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তবে বৃষ্টির জন্য ড্রোন চালানো বন্ধ হয়। বৃষ্টির পরেও আরও এক রাউন্ড গুলি চালানোর শব্দ পাওয়া যায়। জেলা পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ওই জুনিয়ার কনস্টেবলের নাম বিনোদ কুমার মাহাত। বাড়ি পুরুলিয়া জেলার কোটশিলা থানার গোরাইয়াটার গ্রামে। জানা গিয়েছে এদিন তিনি তিন দফায় ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। সেই পোস্ট গুলিতে হিন্দুত্ববাদ সমর্থনেই করেছিলেন। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন তিনি পুলিশ লাইনের অস্ত্রাগারের দু তলায় সেন্টি ডিউটি করছিলেন। তার সাথে আরও পাঁচজন ছিল বলে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে তিনজন ছাদের উপরে ডিউটি করছিলেন। বাকি দুজন ছাদের নীচে ছিলেন। তার সাথে থাকা দুজনকে ভয় দেখালে একজন অস্ত্র এবং গুলি রেখে দিয়ে পালিয়ে আসেন। আর একজন ওখানেই কোথাও ছাদের কার্ণিসে লুকিয়ে রয়েছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বাঁকুড়া রেঞ্জের আই জি রাজ শেখরন ঝাড়্গাম পুলিশ লাইনে এসে পৌছান। তার আগে কয়েক দফায় দফায় পুলিশ বাহিনী তাঁকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। এদিন সন্ধ্যার সময় পুলিশের একটি বাহিনী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে পুলিশ লাইনের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। ওই সময় দেখতে পেয়ে আবার গুলি ছুড়তে শুরু করলে তারা পিছিয়ে আসেন।

পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে জুনিয়ার কনস্টেবল বিনোদ কুমার মাহাতর পরিবারের মা, বাবা, ভাইপো ও তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন পুলিশ। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত বা নিহত হয়েছে কি না। তা এখনও পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এদিন সন্ধার পরে পুলিশ লাইনের সমস্ত লাইট নিভিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে বার বারে অনুরোধ করা সেখানে নেমে আসার জন্য। কিন্তু কারো কথায় সে নেমে আসেনি। বিনোদ কুমার ছাদ থেকে উত্তর দেন 'আমি বেঁচে আছি। আমার কাছে অনেক গুলি আছে।' এমনিকি অ্যান্টি ল্যান্ডমাইন গাড়িকেউ লক্ষ করে বেশ কয়েকরাউন্ড গুলি ছুঁড়েন। এদিকে এদিন দুপুরেই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন ঝাড়গ্রামের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর সহ পুলিশের একাধিক আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, ওই জুনিয়র কনস্টেবলকে ছাদ থেকে এখনও নামানো যায়নি। ফলে আতঙ্কের রেশ কাটছে না কিছুতেই। ঘটনার জেরে পুলিশ লাইনের রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপারের অফিস থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে জঙ্গলখাস এলাকায় প্রায় বাহাত্তর একর জমির উপর গড়ে উঠেছে এই পুলিশ লাইনটি। ২০১৬ সালে এই পুলিশ লাইন তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। গত বছর নভেম্বর মাসে এই পুলিশ লাইনের প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়েছে।

সংকটের দিনেও রাজনীতি করে যাচ্ছে রাজ্য কেন্দ্র, মত বাম - কংগ্রেসের

কলকাতা, ২৩এপ্রিল (হি. স.): যখন রাজ্যের এই সংকটকালীন পরিস্থিতি তখন পর্যাপ্ত পরীক্ষা না করে রাজ্য কেন্দ্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে নাটক করছেন। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে দেওয়া চিঠির প্রসঙ্গে একযোগে এমনটাই জানাল বাম - কংগ্রেস।

এই প্রসঙ্গে সিপিএম পলিট ব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম " হিন্দুস্থান সমাচার" কে বলেন, 'যখন রাজ্যে করোনা নিয়ে পরিস্থিতি এত সংকটজনক তখন রাজ্যের মানুষ চাইছে পরীক্ষা হোক এবং যথাযথ চিকিৎসা হোক। তা না করে রাজ্য কেন্দ্র নিজেদের মত লড়াই করে যাচ্ছে। রেশন দুর্নীতি এবং রাজ্য করো না আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্যই এই টুইট আর চিঠি চালাচালি হচ্ছে।' সেলিম আরও জানান, 'রাজ্যপাল কেন্দ্রের এজেন্ট। সাধারণ মানুষের মূল যে দাবি পরীক্ষা করা আসল চিকিৎসা করা এবং গরীব মানুষের খেতে পাওয়া তা থেকে সরে যাচ্ছে রাজ্য। 'সেলিম কটাক্ষ করে আরও জানান, 'এই মুহূর্তে পরিযায়ী শ্রমিকরা হাজার হাজার মাইল হেঁটে বাড়ির পথে আসছেন আর অন্যদিকে সাংসদের স্ত্রী বিশেষ বিমানে করে বাড়ি ফিরছেন। মানুষের এখন না খেয়ে মরার অবস্থা হয়েছে আর এদিকে এরা তামাশা করছে'। সেলিম অভিযোগ করে জানান, 'নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করতে এবং নিজেদের গদি বাঁচাতে এখন ব্যস্ত সবাই'। একইসঙ্গে এদিন প্রশান্ত কিশোরের কলকাতায় আসার প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'যখনই প্রশান্ত কিশোরকে রাতারাতি আসতে বলা হয়েছে তখনই আমরা ধারণা করি নিয়েছি এদিন কিছু একটা ঘটনা ঘটবে'।

কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য মহম্মদ সেলিমের সুর টেনে বলেন, 'পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজ্য কেন্দ্র নিজেদের রাজনীতি করে যাচ্ছে। যখন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বাঁচানোর দরকার তখন তারা নিজেদের স্বার্থ দেখে রাজনীতি করছে।'

প্রসঙ্গত, এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের উদ্দেশ্যে এক কড়া চিঠি দিয়ে রাজ্যপালকে নিজের শব্দচয়নের বিষয়ে সতর্ক করেন।মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে কড়া শব্দ প্রয়োগ করে লিখেন, 'আপনি ভুলে গেছেন আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী আর আপনি মনোনীত রাজ্যপাল। আপনার শব্দচয়ন আমাকে আঘাত করেছে। আপনার বলার ভঙ্গি ও শব্দচয়ন অসাংবিধানিক।'সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, 'আপনি যে রাজ্যের রাজ্যপাল সেখানে সরকারকেই আপনি আক্রমণ করছেন। বারবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সাংবিধানিক প্রধানদের মধ্যে আপনি সৌজন্যে রাখছেন না। আপনি আমার মন্ত্রীদেরও মন্ত্রিসভাকে নিরন্তর অপমান করে চলেছেন।' এর পরেই সাংবিধানিক পদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আম্বেদকর সাহেবের কথা অমান্য করা উচিত নয়। সংবিধানে রাজ্যপালের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আপনার মন্তব্য মৌলিক সাংবিধানিক আচরণকে ভাঙছে।'

রাজ্যপালকে দেওয়া চিঠি কুরুচিকর, মন্তব্য রাহুল সিনহার

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি স):সংবিধানের উল্লেখ করে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে পাঁচ পাতার চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই বৃহস্পতিবার "রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছেন তা অত্যন্ত কুরুচিকর" বলে মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। এই প্রসঙ্গে, রাহুলবাবু বলেন, " রাজ্যপাল সংবিধানের দায়বদ্ধতার বাইরে বেরোই নি ।রাজ্যপাল প্রথম থেকেই সরকার যে সমস্ত জনবিরোধী কাজ করেছে। সেই কাজগুলোই সরকারকে স্মরণ করিয়েছে ।আর মুখ্যমন্ত্রীর আম্বেদকরের কথা বলছেন। যদি আম্বেদকরের কথাই আসে তাহলে সংবিধান মতে রাজ্যপালের এই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান" ।এরপরই মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ করে রাহুল সিনহা আর ও বলেন," তাঁকে অন্ধকারে রেখে সমস্ত বিষয় আপনি পরিচালনা করছেন। বিন্দুবিসর্গ জানতে পারছে না রাজভবন। এটাকি আম্বেদকরের সংবিধানের প্রতি মর্যাদা ।আপনি নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। নির্বাচিত মানে যথাচ্ছার করার অধিকার সংবিধান আপনাকে দেয়নি। নির্বাচিত মানে সংবিধানের একটি স্তম্ভ রাজ্যপাল। তাঁকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আপনার নেই ।রাজ্যবাসীর কল্যাণে রাজ্যপাল যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন। সেই পরামর্শগুলো নিয়ে আপনি রাজ্যপালের সাথে আলোচনায় যদি বসতেন তাহলে সেটা রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর হত। কিন্তু এই করোনা অবহে আপনি পাল্টা চিঠি দিয়ে রাজ্যপালের পদকে অপমান করার যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চিঠি চাপাটি না করে রাজ্যের বর্তমান সমস্যা সমাধানে

ছয়ের পাতায়

বৈশাখের বিকেলের ঝড়, বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর

মেদিনীপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বৈশাখের বিকেলের ঝড়, বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বজ্র বিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় কোলাঘাট, মেচেদা, তমলুক সহ সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। প্রায় ঘন্টায় ৫০ কিমি বেগে ঝড় বয়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছে স্থানীয় আবহায়াবিদরা।

লক ডাউনের মাঝেই এমন আবহাওয়ায় জনজীবন একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। লকডাউন পিরিয়ড চলাকালীন প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় লোক বের হচ্ছেন না তার উপর বিকাল থেকে ঝড় আর বজ্র বিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টিতে একেবারেই জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছে এলাকা। ঝড় বা বৃষ্টিতে জেলায় ক্ষয় ক্ষতির তেমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি।তবে আচমকাই আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতার আকাশ। বুধবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি কম ছিল। এদিন তা হয়েছে ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। বেড়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। মঙ্গলবার যা নেমে এসেছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৯ ডিগ্রি কম ছিল। বুধবার তা বেড়ে উঠে এসেছে ৩১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যদিও তা এখনও স্বাভাবিকের থেকে চার ডিগ্রি কম। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৫ ও সর্বনিম্ন ৬২ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়নি।

পালঘরে নৃশংস খুন সন্ন্যাসীদের বিদেহী আত্মার সদগতি কামনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের আহ্বান

শিলচর (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের পালঘরে জুনা আখড়ার দুই নিরপরাধী হিন্দু সন্ন্যাসী কল্পবৃক্ষ গিরি মহারাজ (৭০), সুশীল গিরি মহারাজ (৩৫), গাড়িচালক নীলেশ ইয়ালগাড়ের (৩০) ওপর 'বামপন্থী অধ্যুষিত' গড়চিঞ্চল গ্রামে অস্ত্রধারী গুণ্ডা বাহিনীর পরিকল্পিত হামলা ও খুনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে দক্ষিণ অসম প্রান্ত হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। মহারাষ্ট্রের এই নৃশংস ঘটনার ধিক্কার জানিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সভাপতি রণজয় নাথ এবং সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক প্রেস বার্তায় দাবি করা হয়েছে, হিন্দু সমাজের ওপর কোনও আক্রমণের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না, তাই এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তাঁরা। কেভিড-১৯ মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে চলমান লকডাউনের জন্য হিন্দু জাগরণ মঞ্চ নিহত সন্ন্যাসী ও চালকের বিদেহী আত্মার সদগতির জন্য শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টায় দক্ষিণ

ছয়ের পাতায়

যৌথবাহিনীর জালে আলফা (স্বা)-র ৫ সক্রিয় সদস্য, উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র

চড়াইদেও (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার রাতে উজান অসমের চড়াইদেও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে আলফা (স্বাধীন)-র পাঁচ সক্রিয় সদস্য ধরা পড়েছে। তাদের হেফাজত থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করেছে যৌথবাহিনী। ধৃতদের যথাক্রমে অপূর্ব গগৈ ওরফে আরোহণ অসম, সীমান্ত গগৈ ওরফে মাইনা, বিরাজ অসম ওরফে যোগেন গগৈ, লক্ষজিৎ গগৈ ওরফে ধ্রুব অসম এবং সিদ্ধার্থ গগৈ ওরফে চিন্ময় অসম।

অসম-অরুণাচল-নাগাল্যান্ড সীমান্তের সাপেখাতি পুলিশ থানার অন্তর্গত সতিয়নাগুড়ি অঞ্চলের টাইগার গ্রামের বাসিন্দা ভুবন গগৈয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল আলফা স্বাধীনের পাঁচ সদস্যের এই দল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে গতরাতে হানা দিয়ে তাদের আটক করেছে যৌথবাহিনী। অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন চড়াইদেওয়ের পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র এবং সাপেখাতি সেনাছাউনির কমাডেন্ট।

বৃহস্পতিবার এই তথ্য দিয়ে পুলিশ সুপার লক্ষজিৎ মিশ্র জানান, আলফা স্বাধীনের এই দলকে যখন আটক করা হয়েছিল তখন তাদের কাছে কোনও অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তারা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সেখান থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূর থেকে অস্ত্রগুলি উদ্ধার করা হয়। অস্ত্রশস্ত্রগুলো মাটির নীচে পুঁতে রাখা ছিল। উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তিনটি এমকিউ ৮১ অ্যাসল্ট রাইফেল, আটটি এমকিউ ৮১ ম্যাগাজিন, ৩২৩টি এমকিউ ৮১ অ্যামিউনেশন, রাশিয়ায় নির্মিত একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল ও ম্যাগাজিন, একটি পয়েন্ট (.) ২২ এমএম পিস্তল, দুটো ০.২২ এমএম অ্যামিউনেশন, দুটো ৭.৬৫২ এমএম অ্যামিউনেশন, প্রায় দুই কেজি জিলেটিন, তিন মিটারের সাত টুকরো করডেক্স, ডিটোনেটরস এবং আলফা স্বাধীনের পোশাক। এছাড়া আরও অন্যান্য কিছু আপত্তিকর সামগ্রীও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আলফা স্বাধীনের সক্রিয় সদস্য আরোহণ অসম ও মাইনা অসম পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিল বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার মিশ্র। এই দুজনের মধ্যে মাইনা নাকি আইইডি বিশেষজ্ঞ। শিবসাগর এবং চড়াইদেও জেলায় ইতিপূর্বে সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধজনিত কাজের সঙ্গে এই দুজনের হাত রয়েছে, দাবি পুলিশ সুপারের। ২০১২ সাল থেকে পুলিশ এদের হন্যে হয়ে খুঁজছিল।

এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার লক্ষজিৎ মিশ্র বলেন, পাঁচ এই আলফা স্বাধীনের সক্রিয় সদস্যকে যে ব্যক্তি আশ্রয় দিয়েছে সেই ভুবন গগৈয়ের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শীর্ষস্তরের এই দলটি পুলিশের জালে পড়ায় আলফা স্বাধীন অনেক দূর্বল হয়ে পড়বে বলেও দাবি করেছেন পুলিশ সুপার।

সাদের খোঁজে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): দিল্লির নিজামুদ্দিন মরকজ কাণ্ডে মৌলানা সাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে।বর্তমানে মৌলানা সাদ ফেরার রয়েছেন। তার খোঁজে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের শ্যামলিতে তল্লাশি অভিযান চালায় ক্রাইম ব্রঞ্চের আধিকারিকেরা। সেখানে সাদের খামার বাড়িতে তল্লাশি চালায় তারা।

বিগত ৩১ মার্চ এফ আই আর দায়ের করা হয়েছিল সাদের বিরুদ্ধে। এই মামলায় দুই বার মহম্মদ সাদকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তার তরফে কোনও সন্তোষ জনক জবাব আসেনি। প্রথমে তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি করেন্টাইন রয়েছেন। কিন্তু তার পরেও পুলিশের কাছে যাননি তিনি। বৃহস্পতিবার দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ সাদের খামার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। কিন্তু তারা কিছুই পায়নি। চারদিন আগে মৌলানা সাদকে করোনা টেস্ট করানোর পরামর্শ দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ।

রাজ্যপালকে কড়া ভাষায় পত্রাঘাত মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩এপ্রিল (হি. স.): রাজ্য রাজ্যপালের সংঘাত বৃহস্পতিবার চরমে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যপালকে দেওয়া পাঁচ পাতার চিঠির মাধ্যমে। এদিন কড়াভাষায় পাঁচ পাতার পত্রাঘাত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে। রাজ্যপাল হিসেবে তার শব্দচয়ন আরও সংযত হওয়া উচিত বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী ওই চিঠিতে পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যপালকে।

ঘটনার শুরু গত সোমবার। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি দিয়ে রাজ্যপাল জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল ও সংশ্লিষ্ট দফতরকে অপমান করেছেন। চিঠির অংশ প্রকাশ্যে এনে দিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে দেওয়া চিঠিতে লেখেন, 'আপনার এই চিঠি আমি জনসমক্ষে আনতে বাধ্য হচ্ছি যাতে মানুষ দেখতে পায় কে কিভাবে কাজ করছে।'

এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে কড়া শব্দ প্রয়োগ করে লিখেন, 'আপনি ভুলে গেছেন আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী আর আপনি মনোনীত রাজ্যপাল। আপনার শব্দচয়ন আমাকে আঘাত করেছে। আপনার বলার ভঙ্গি ও শব্দচয়ন অসাংবিধানিক।'সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরো লেখেন, 'আপনি যে রাজ্যের রাজ্যপাল সেখানে সরকারকেই আপনি আক্রমণ করছেন। বারবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সাংবিধানিক প্রধানদের মধ্যে আপনি সৌজন্যে রাখছেন না। আপনি আমার মন্ত্রীদেরও মন্ত্রিসভাকে নিরন্তর অপমান করে চলেছেন।'

ওই পাঁচ পাতার চিঠিতে

ছয়ের পাতায়

চোপড়ায় চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ১

চোপড়া, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাঁসখাড়ি এলাকায় চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ মতিবুল রহমান নামে এক ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়াও আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাহাউদ্দিন ও মসিরুদ্দিন এই দুই পক্ষের মধ্যে চা বাগানের একাংশ জমির দখলদারি নিয়ে পুরানো বিবাদকে কেন্দ্র করেই ঝামেলার সূত্রপাত। এদিনও চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এলাকায় গুলি ও ব্যাপক বোমাবাজিরও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। তবে কারও আঘাত গুরুতর নয়। আহত মতিবুর রহমানকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। অন্যদিকে, ইসলামপুরের পাটাগোড়া এলাকাতেও এদিন চা বাগানের দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি হয়। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। এই বিষয়ে চোপড়া থানার আইসি বিনোদ গজমের বলেন, 'এদিন সকালে জমি দখলকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

করোনা উপসর্গ নিয়ে শিলিগুড়িতে মৃত এক ব্যক্তি

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার উপসর্গ নিয়ে উরবঙ্গ মেডেকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন (সারি) হাসপাতাল হিসেবে নেওয়া শিলিগুড়ির ডিসান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। জানা গিয়েছে, গতকালই তার লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল। আজ তাঁর মৃত্যু হয়। তবে পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও এসে পৌঁছায়নি। ফলে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে ওই ব্যক্তির ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয়নি। এই নিয়ে এদিন হাসাপাতালে বিক্ষোভও দেখান পরিবারের লোকজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, করোনা মোকাবিলায় লকডাউন কতটা মানা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের পাঁচ প্রতিনিধি দল উত্তরবঙ্গে এসে পৌঁছেছেন। এদিন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ন রানিডাঙা হেড কোয়ার্টারে তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ প্রলয় আচার্য, উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) ডঃ তুলসী প্রামাণিক। এছাড়াও রয়েছেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেজিস্ট্র্যাট শচীন ভগৎ, মাটিগাড়ার বিডিও রুনু রায় প্রমুখ। বৃহস্পতিবার তাঁরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মেডিকেল সংলগ্ন শান্তিনিকেতন আবাসন, ফাঁসিদেওয়া কোয়ারান্টিন সেন্টারগুলি পরিদর্শণ করেন।

মালদায় জল থেকে দুই বোনের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

মালদা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : মালদা জেলার মানিকচক থানার মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরানিগ্রাম এলাকায় জল থেকে দুই বোনের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। দুই বোনই বুধবার দুপুর থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার তাঁদের দেহ ভাসতে দেখা গেল গ্রামেরই এক গভীর পুকুরে। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো।

জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে কাশ্মীরা বিবি(২৪)'র সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সাদেক শেখের। কাশ্মীরা বিবির বাবা মোতালেব সাঁই এদিন জানান, বিয়ের পরেই কাশ্মীরা বুঝতে পারেন তাঁর শাশুড়ি মালিওর বেওয়ার সঙ্গে অন্য রকমের সম্পর্ক রয়েছে তাঁর দেওরের। সেই দেওর ওই বাড়িতেই থাকত। এই কথা কাশ্মীরা তাঁর স্বামীকে জানালেও তা বিশ্বাস করেনি সাদেক। উল্টে কাশ্মীরাকেই নানা ভাবে অপমান করেছিল সে। কয়েক মাস আগে সাদেক ভিন রাজ্যে কাজ করতে চলে যায়। সেই সুবাদে বাড়িতে একা হয়ে পড়ে কাশ্মীরা। তখনই তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করে তাঁর শাশুড়ি খুড়শ্বশুর। এদিকে কাশ্মীরার শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে দেখাশোনার জন্য আসে তাঁর বোন শাবানা খাতুন(১৬)। অভিযোগ, কাশ্মীরার খুড়শ্বশুর দুইজনেরই শ্লীলতাহানি করেন বেশ কয়েকবার। করেছেন ধর্ষণের চেষ্টাও। বুধবার বিকাল থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় দুই বোন। বৃহস্পতিবার সকালে দুইজনের দেহ ভাসতে দেখা যায় গ্রামেরই একটি বড় ও গভীর পুকুরে।

কাশ্মীরার বাপের বাড়ির দাবি, কোনও কুকীর্তি ঢাকতেই দুইজনকে খুন করে তাঁদের দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে পুকুরের জলে। তাঁদের সন্দেহ কাশ্মীরার শাশুড়ি ও খুড়শ্বশুড়ের দিকেই। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ দুটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালিকরোনায় রেশন কেলেঙ্কারি বাঙালি জাতির কাছে লজ্জা : এবিভিপিকলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : "রেশনের মতো জায়গা যেটা গরীব মানুষের বেঁচে থাকার শেষ সম্বল ছিল সেই জায়গাতেও তৃণমূল নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে ডিলারদের একের পর এক দূর্নীতি,এই বাংলার কোটি কোটি গরীব মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।"

করোনা-আতঙ্ক : কামাখ্যা মন্দিরে এবার অনুষ্ঠিত হবে না অম্বুবাচি মেলা

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্বজুড়ে নোভেল করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক। করোনা-আতঙ্কের জেরে বিশ্ববিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরের ইতিহাসে প্রথম, এবার অনুষ্ঠিত হবে না অম্বুবাচি মেলা। সমগ্র দেশের সাথে অসমেও চলছে লকডাউন। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাতে না যায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষকে ঘরবন্দি থাকার সময়সীমা দ্বিতীয় মেয়াদে ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এরই মধ্যে কামাখ্যা মন্দির পরিচালন সমিতি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বুধবার কামাখ্যা মন্দির পরিচালন কমিটি এক সভায় বসে। গতকালের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছর অম্বুবাচি মেলা অনুষ্ঠিত হবে না বলে আজ বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে। তবে মেলার আয়োজন না হলেও আগামী ২২ জুন থেকে চারদিন মা কামাখ্যার অম্বুবাচি সংক্রান্ত যাবতীয় শাস্ত্রীয় বিধি-উপাচার উদযাপিত হবে। জনসমাগম ঠেকাতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানান কামাখ্যা দেবালয়ের প্রধান দলৈ কবীন্দ্রপ্রসাদ শর্মা। তিনি জানান, মেলা বাতিল করা হলেও ধর্মীয় রীতিনীতি ও নিয়ম পালন করে সীমিত সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে পূজার কাজ সম্পন্ন করা হবে। রাখা হবে সামাজিক দূরত্ব। বিশেষ কোনও আয়োজন থাকবে না। এ সময় কোনও ভক্তকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, অম্বুবাচি মেলা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ। দেশ-বিদেশ থেকে হাজারো পর্যটক ও তীর্থযাত্রীর অম্বুবাচি মেলা উপলক্ষ্যে গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামে জমায়েত হয়। কামাখ্যার প্রধান উৎসব এই অম্বুবাচি মেলা। কামাখ্যা মন্দিরে আয়োজিত এই মেলা প্রতিবছর আষাঢ় মাসে ধরিত্রী রজস্বলা হওয়ার সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বছরের ২২ জুন তারিখ থেকে আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল অম্বুবাচি মেলার।

প্রসঙ্গত ২৪ মার্চ জারিকৃত লকডাউনের আগে থেকেই মা কামাখ্যা মন্দিরে ভক্তকুলের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে দলৈ সমাজের পক্ষ থেকে কামাখ্যাবাসীদের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে কেউ যেন ঘর ভাড়া না দেন। অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে দেশ বিদেশের অনেক তীর্থযাত্রী ও পুণ্যার্থী বহুদিন আগে থেকে সাধনার জন্য শক্তিপীঠে চলে আসেন। তাঁদের অনেকে অম্বুবাচি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কামাখ্যার বিভিন্ন পাণ্ডার বাড়িতে ঘর ভাড়া করে থাকেন। এর জন্যই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

প্রজ্বলনের আহ্বান

পাচের পাতার পর

আসামের প্রতিটি নাগরিকের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, নিজ নিজ দুয়ারমুখে প্রদীপ প্রজ্বলন করতে। সন্ন্যাসী হত্যার প্রতিবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

মন্তব্য রাহুল সিনহার

পাচের পাতার পর

রাজ্যপালের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বের করতেন, তবে সেটা করা রাজ্যবাসী পক্ষে কল্যাণ হত।রাজ্যপাল প্রথম থেকেই বলে আসছেন সরকারের সাথে সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আপনি প্রথম থেকেই লুকোচুরি খেলায় মেতেছেন রাজভবনের গোপনে সমস্ত কাজ করছেন।সংঘাত না বাড়িয়ে এবার একত্রে কাজ করুন।আর তাতেই রাজ্যের কল্যাণ রাজ্যবাসীর কল্যান"।

উল্লেখ্য,৫ পাতার চিঠিতে মমতা লিখেছেন, "মনে হয় আপনি ভুলে গিয়েছেন, আপনি মনোনীত রাজ্যপাল। যে রাজ্যের রাজ্যপাল, সেই রাজ্যকেই আক্রমণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকেও সরাসরি আক্রমণ করছেন। মন্ত্রী ও আধিকারিকদের আক্রমণ করছেন। মন্ত্রিসভা ও প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। আপনার বলার ভঙ্গি অসাংবিধানিক। আপনার বক্তব্য আমায় হতবাক করেছে। বাধ্য হয়েই এই চিঠি প্রকাশ্যে এনেছি। মনে হয় আপনি ভুলে গেছেন, আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। আম্বেদকরের কথা উপেক্ষা করা উচিত নয়"।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা

● প্রথম পাতার পর

তিনি বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। দ্বিতীয় রোগীও সম্ভবত আগামীকাল হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে যাবেন। তাতে আপাতত আগামীকাল ত্রিপুরা করোনা মুক্ত রাজ্য হিসেবে উঠে আসবে। কিন্তু তবুও, সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। কারণ, দেশে এখনও প্রতিদিন কোনও না-কোন রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলছে।

শুরু

● প্রথম পাতার পর

আশাকর্মীরা গত ১০ দিনে ৩,২০০ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগী চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের সকলের পরীক্ষা করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ থেকে রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। উদয়পুর, সাতনালা এবং দামছড়া করোনা স্পর্শকাতর এলাকায় ওই কিট দিয়ে ৬০০ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে।

সীমান্তপ্রহরী

● প্রথম পাতার পর

থেকে তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এদিকে কুম্পুই এলাকায় এক গরিব পরিবারের বসতঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দুষ্কৃতীরা ওই বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে, অভিযোগের তির মিজোরাম পুলিশের দিকেও রয়েছে। ফলে, মিজোরাম পুলিশের অসৌজন্যমূলক আচরণে দুই রাজ্যের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জনসচেতনতা প্রচারে শহরের পথে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): জনসচেতনতায় ফের একবার পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সোজা তিনি চলে যান মৌলালি সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী আসেন বেহালায়। গাড়িতে বসেই মাইক হাতে চালান জনসচেতনতা প্রচার।

রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা কে সাথে নিয়ে এদিন শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমে বলেন, 'সমস্যা হচ্ছে জানি কিন্তু পরিবারকে বাঁচাতে ঘরে থাকুন। করোনার জন্য বিশ্বজুড়ে লড়াই চলছে।' সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তার বার্তা, 'একসঙ্গে থাকলে সংক্রমণ ছড়ানোর ভয় থাকে। রোগ থেকে দূরে থাকার জন্য পরিষ্কার থাকুন সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। সমস্যা হলে পুলিশকে বলুন। এমনকি কোনো প্রয়োজন পড়লেও পুলিশকেই বলুন।'

আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একই পরিবারের মধ্যে বিষয়টি বেশি সংক্রমিত হচ্ছে একটা পরিবারের ১০ জন আক্রান্ত হলে কি হবে বুঝতে পারছেন? জানি কষ্ট হচ্ছে, আর কিছুদিন কষ্ট করুন।' একই সঙ্গে খুব প্রয়োজনে রাস্তায় বের হলেও সে ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব মেনে বাইরে বেরোনোর পরামর্শ দেন তিনি। মাস্ক ব্যবহার করার আবেদন করেন।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

এবং পুর নিগম কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, গুটখা, তামাক ইত্যাদি বিক্রিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পত্রাঘাত মুখ্যমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, রাজ্যপালের নিজেকে বিচার করা উচিত। এর পরেই সাংবিধানিক পদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আম্বেদকর সাহেবের কথা অমান্য করা উচিত নয়। সংবিধানে রাজ্যপালের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আপনার মন্তব্য মৌলিক সাংবিধানিক আচরণকে ভাঙছে।' চিঠিতে বর্ণিত সাংবিধানিক ক্ষমতার উল্লেখ করে রাজ্যপাল কে এদিন আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে ফের একবার রাজ্য ও রাজ্যপাল এর সংঘাত চরমে পৌঁছল।

বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত রাজ্য সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার এক ববৃতি দেন। তিনি জানান, "বর্তমানে সারা বাংলা জুড়ে করোনা মহামারীর সংক্রামণ বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে আর এক মহামারীর আকার বেড়ে চলেছে। জেলায় জেলায় রেশন কেলেঙ্কারি। মহামারীর সুযোগে কালোবাজারিরা যখন একে একে তেল, চাল, সোয়াবিন, আলু,ডিম সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি করেই চলেছে। ঠিক তখনই রেশনে এই অবস্থা। "রেশন ডিলাররা একাধারে যেমন ওজনে মাল কম দিচ্ছেনই, পাশাপাশি নিজের প্রমাণ ঢাকতে ক্রেতাদের ক্যাশমেমোও দিচ্ছেন না। পরে বাড়িতে বসে ভুয়ো ক্যাশমেমো বানিয়ে খাতা সারছেন। এমন অভিযোগও যেমন আসছে তেমনি আবার কোথাও কোথাও গরিব মানুষের রেশনের জন্য বরাদ্দ কুপন স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মাধ্যমে ঘুরপথে অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে চলে যাচ্ছে এবং তা পরে খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। একদিকে কালোবাজারি অন্যদিকে দূর্নীতি, রেশনকে কেন্দ্র করে এমনই হাজারও অভিযোগ আজ সারা রাজ্য জুড়ে আসছে।

দান করলেন বেল

তিনের পাতার পর

বিপক্ষে লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় নিজ দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ দিতে দেখা যায় বেলকে। ওই ভিডিওতেই কার্ডিফের হাসপাতালে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা জানান তিনি। পরে এক বার্তায় বেল ও তার পরিবারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্ডিফ অ্যান্ড ভ্যালে ইউনিভার্সিটি হেলথ বোর্ডের প্রধান নির্বাহী লেন রিচার্ড।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

তিনের পাতার পর

কিনা ইত্যাদি রিপোর্ট নিয়ে তিন দিন অন্তর অন্তর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ। এছাড়া সকলকে নিজের নিজের বিভাগীয় সমস্ত কাজকর্ম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সততার সঙ্গে সম্পাদন করতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া মহামারি কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে প্রথমসারির যোদ্ধা ডাক্তার তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের উৎসাহ দিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি চা বাগানগুলিতে সামাজিক ব্যবধান বজায় রেখে কাজকর্ম চলছে কিনা সেদিকেও নজর রাখতে জেলাশাসককে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আদিখ্যেতার আন্তর্জাতিক রং

দুইয়ের পাতার পর

যাবে না। তাই অন্য ব্যবস্থা। কুঁচকির চুল কামালে আবার গজাবে। গজাবেই। তাকে আসলে সাফ করা যায় না। করতে হলে, মাটির কম্পোজিশন বদলে দিতে হয়। তাই, লেজার। স্বাভাবিকের চেয়ে উচ্চতর তরঙ্গ ব্যবহার। অপার্থিক গন্ধ। অতি তীক্ষ্ণশব্দ। অতি উজ্জ্বল আলো। অপরিচিত সব রং নিয়ন। আলট্রা ফ্লারোসেন্ট কালার। পিঙ্ক। এ নতুনের পথিকৃৎ। না হলেও, তূণে অন্যতম সেরা তির। আমার মতে, সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সে কারণেই এখনও অবধি সবচেয়ে বেশি কার্যকর অস্ত্র।

যুদ্ধ আসলে যে পর্যায়ে এখন, তাতে স্পষ্টতার চেয়ে, সরাসরি সম্মুখের চেয়ে বোঝাপড়া আর বিকিকিনির বাইপাস অনেক সহজ। ইস্তাহার দিয়ে মানুষের ভোট জেতার চেয়ে, ভয় আর পয়সার জোরে কক্ষে সংখ্যা কিনে নেওয়ার যুগে আমরা এসে পড়েছি তো। এখন সমাধানের চেয়ে সমঝোতা। বিচারের চেয়ে ব্যবস্থাপনা। শান্তির চেয়ে সালিশি। আদিরসের চেয়ে অদিখ্যেতা। **(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)**

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরবরাহ করা হচ্ছে। শিবিরগুলিতে রান্না করা খাদ্যও দেওয়া হয়েছে। বিশালগড় মহকুমার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী জম্পুইজলা সুধন্যা দেববর্মা মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, নারায়ণ খামার এসবি স্কুল, পূর্ব টাকারজলা এসবি স্কুল, ইডেন মডার্ন এসবি স্কুল, বেগুনবাড়ি এসবি স্কুল, উত্তর টাকারজলা এসবি স্কুল, শ্যামনগর হাইস্কুল, কলোনি জেবি স্কুল, পেকুয়ারজলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, উজান লারমা এসবি স্কুল, ঈশানঠাকুর জেবি স্কুল, প্রভাপুর এসবি স্কুল এবং পেকুয়ারজলা কমিউনিটি হল-এর ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, গতকাল বিকেলে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে বিধস্ত জম্পুইজলা ও বিশালগড় মহকুমায় ১৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে ১১৭০টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলাশাসক সিকে জমাতিয়া, পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ সচিব পিকে গোয়েল, বিশালগড় ও জম্পুইজলা মহকুমার মহকুমাশাসকগণ, জম্পুইজলার বিডিও এবং বিভিন্ন দফতরের পদস্থ আধিকারিকবর্গ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তেলিয়ামুড়া মহকুমার কল্যাণপুর ব্লকে ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, গতকালের ঝড়বৃষ্টিতে কল্যাণপুর ব্লকের ১১ পরিবারের ৪৫ জন মানুষ ঘিলাতলি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রাণ শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলেন ও বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

পরে মুখ্যমমন্ত্রীথা দেব সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বলেন, গতকালের ঝড়বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জম্পুইজলা, টাকারজলা ও খোয়াই জেলার কল্যাণপুর ব্লক। তাঁর কথায়, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে এখন লকডাউন চলছে। এর মধ্যে প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে কৃষি ও রবার ক্ষেত্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষের ঘরবাড়িও। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দেবে সরকার। এজন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঝড় তুফানে ক্ষতিগ্রস্ত কল্যাণপুর ব্লকের ঘিলাতলি স্কুল সংলগ্ন গোপালচন্দ্র দেবনাথ ও হরিবালা দেবনাথের বাড়ি এদিন পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী তাদের খোঁজখবর নেন। কল্যাণপুর ব্লকে ত্রাণ শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাসচৌধুরী, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হরিশংকর পাল, জেলাশাসক স্মিতা মল এবং মহকুমাশাসক ভাস্বর ভট্টাচার্য, পুলিশ সুপার ড় কিরণ কুমার এবং কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও ই জংতে। ঘিলাতলি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবির ছাড়াও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্লকের ঘিলাতলি পুলিশপাড়া কমিউনিটি হলে ৫ পরিবারের ২০ জন এবং উত্তর কমলনগর সুকান্ত বিদ্যালয়ে ৭ পরিবারের ২৮ জন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

মূল্যায়ন

● প্রথম পাতার পর

উত্তর পত্র দেখার জন্য ভ্যানুর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অন্যান্য বছর ৪হাজারেরও বেশি শিক্ষক উত্তর পত্র মূল্যায়নের কাজ করতেন। এবছর শুধুমাত্র আগরতলা শহর ও শহরতলীর শিক্ষকদের উত্তর পত্র নিয়োগের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। ২,৩০০ শিক্ষককে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। যেসব শিক্ষকের বাইক কিংবা যানবাহন রয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট যানবাহন নিয়ে উত্তর পত্র মূল্যায়ণের কাজের জন্য আসবেন। যাদের যানবাহনের ব্যবস্থা নেই তাদের যাতায়াতের জন্য তিনটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি চম্পক নগর থেকে, একটি বিশ্রামগঞ্জ থেকে এবং একটি নরসিংগড় থেকে ছাড়বে।

শুধুমাত্র শিক্ষকরাই এই বাসে করে আসতে পারবেন। পুলিশ যাতে এইসব যানবাহন এবং শিক্ষকরা যেসব বাইক কিংবা গাড়ি নিয়ে আসবেন সেগুলি আটক কিংবা হয়রানি না করে সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয় এবছর ১৩ ভ্যানুতে উত্তরপত্র মূল্যায়ণের কাজ করা হবে। এবছর মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী ৫,৫০০ এবং উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী ২৭ হাজার। মাধ্যমিকের উত্তরপত্র ১০ টি ভ্যানুতে এবং উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্র ৩ টি ভ্যানুতে দেখা হবে।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

ফসলগুলি পরিবহণের জন্য মূলত এয়ার কার্গো এবং স্থল পরিবহণ ব্যবহার করা হতো। এতে ব্যয় বেশি হতো। অনুমোদিত এই পাইলট প্রকল্প গ্রহণের ফলে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের বিক্রির পরিমাণ বাড়বে এবং কৃষকরাও উপকৃত হবেন। খরচও এই ক্ষেত্রে কম হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কবলার (মুচি), রিক্সা শ্রমিক, মোটর শ্রমিক, লন্ড্রি শ্রমিক, ক্ষৌরকর্মী, মৎস্যচাষী, কাঠমিস্ত্রি, ব্ল্যাকমিথ ইত্যাদি গোষ্ঠীর লোকেরা বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে থেকে এমনও ব্যক্তি রয়েছেন যারা ভাতা পাচ্ছে না অথচ গরিব। রাজ্য সরকার আজ মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন ১২,০০০ জনকে চিহ্নিত করে এককালীন এক হাজার টাকা প্রদান করার।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে ৫৪টি চা বাগান রয়েছে। এরমধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ৪৭টি চা বাগানে কাজ শুরু হয়েছে। বাকি ৭টি চা বাগানেও কাজ শুরু করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই চা বাগানগুলিতে ১১,৩৯৩ জন শ্রমিক রয়েছেন যারা সরকারি সুবিধার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ শুরু করেছেন। তিনি জানান, রাজ্যে ২৫১টি ইটভাট্টা রয়েছে। বর্তমানে ২২,০২৫ জন শ্রমিক এই ইটভাট্টাগুলিতে কাজ করছে। তবে ২০৭টি ইটভাট্টায় মরশুম শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে ৪৪টি ইটভাট্টায় কাজ চলছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের বাইরে ছোট এবং কুটিরশিল্প ইউনিট রয়েছে ৮,১৪২টি। এতে প্রায় ৩৪ হাজার শ্রমিক কাজ করছে। গ্রামীণ এলাকায় এই ছোট শিল্পগুলি চালু করার জন্য প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আগামীদিনগুলিতে রাজ্যে কোনও ধরনের সংকট যাতে না হয় সেই জন্য রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থাগুলি নিয়েছে।

শরণার্থী

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসনকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরা পুলিশের পদস্থ আধিকারিক বলেন, লকডাউন চলাকালীন ৩৫ জন রিয়াং শরনার্থী অবৈধভাবে মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। তাদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার জন্য মেডিক্যাল টিম গিয়েছিল। স্বাস্থ্য কর্মীদের দেখে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জঙ্গলে পালিয়ে যান। ফলে, ১০-১২ জনকে সর্বজয়পাড়া বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্ত, মেডিক্যাল টিম তাদের পরীক্ষা করে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল।

ওই আধিকারিকের কথায়, ২০ এপ্রিল উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। তাদের সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করেন তাঁরা। তিনি বলেন, জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়া রিয়াং শরণার্থীদের খুঁজে বের করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। তাদের সকলকে কাঞ্চনপুর বয়েজ স্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যক্ষদর্শীরা। খবর পেয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এ-বিষয়ে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা বলেন, তাঁদের প্রাথমিক ধারণা, ওই মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। তবে, ময়না তদন্তে রিপোর্টে আসল তথ্য উঠে আসবে। তবে, স্থানীয় জনমনে মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

করোনা আক্রান্ত দুই বাংলাদেশী মহিলার রাজ্যের নিকটাত্মীয়দের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরা সফর করে ফিরে যাওয়া দুই বাংলাদেশি নাগরিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গতকাল বুধবার বাংলাদেশের নাগরিক দুই মহিলা করোনা আক্রান্তের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁরা সম্প্রতি ত্রিপুরা সফর করে গেছেন। তাই, ত্রিপুরায় দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। ত্রিপুরায় তাঁদের আত্মীয়দের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। সাথে তাঁদের লালারসও সংগ্রহ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই তথ্য দিয়েছেন স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা।

বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চিন্তা বাড়ছিল ত্রিপুরার। এখন দুই বাংলাদেশি নাগরিকের করোনা আক্রান্তের ঘটনায় চিন্তা আরও বেড়েছে। কারণ, ওই দুই বাংলাদেশি নাগরিক ত্রিপুরা সফর করে দেশে ফেরার পর কোয়ারেন্টাইনের মেয়াদ শেষে করোনা আক্রান্ত বলে রিপোর্ট এসেছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ওই বাংলাদেশি নাগরিক কোথায় ছিলেন তার খোঁজ মিলেছে এবং তাঁদের আত্মীয়দের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে।

ডা. দ্বীপ বলেন, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সাতবর্গ এলাকার বাসিন্দা জনৈক মহিলা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি সম্প্রতি ত্রিপুরা সফর করেছেন। তাঁর কথায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পূর্ব আগরতলা থানাধীন আড়ালিয়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে ওই মহিলা বেড়াতে এসেছিলেন। ওই বাড়ির সকল সদস্যকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে এবং তাদের সকলের লালারস সংগ্রহ হয়েছে।

ডা. দ্বীপ দেববর্মা বলেন, গতকাল রাতেই তাঁদের খুঁজে বের করা হয়েছিলঊ সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, বর্তমানে ওই মহিলা বাংলাদেশের বক্ষবেদি হাসপাতালে আইসোলেশনে রয়েছেন। তার কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন দুই চিকিৎসক সহ সাতজন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার খিলগাও এলাকার বাসিন্দা জনৈক মহিলা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ইমিগ্রেশন সূত্রের খবর, ওই মহিলা পরিবারের সাথে ত্রিপুরার শ্রীমন্তপুর সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। গত সাত এপ্রিল তিনি আগরতলা আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছেন। সূত্রের দাবি, ত্রিপুরায় ওই মহিলা পরিবার নিয়ে মেলাঘরে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকায় আইসোলেশনে রয়েছেন।

স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দেববর্মা বলেন, ইতিমধ্যে ওই বাংলাদেশি নাগরিকরা ত্রিপুরার কোথায় অবস্থান করেছিলেন তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সিপাহিজলা জেলার মেলাঘরে ঢাকার বাসিন্দার আত্মীয়ের বাড়িতে পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা গিয়ে পুরো বাড়িটি কোয়ারেন্টাইন করেছেন। তাঁদের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছেঊ তাঁর দাবি, ওই ঘটনায় পশ্চিম জেলায় ১১ জনের লালারস সংগ্রহ হয়েছেঊ তবে, সিপাহিজলা জেলায় কতজনের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে সেই তথ্য এখনও আসেনি।

প্রসঙ্গত, গত মার্চে ৩,৮৮৩ জন এবং ৭ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত ৪৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গেছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত

● প্রথম পাতার পর

নিরূপণ হচ্ছে। তাতে, কিছুটা সময় লাগবে বলে দফতর সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে রাজ্যের আকাশে কালো মেঘের ছায়া আপাতত মুছে যাচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, আগামীকাল রাজ্যে ঝড়ের সাথে বজ্রপাত ও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বাতাসের গতি সর্বোচ্চ প্রতি ঘন্টায় ষাট কিমি বেগে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাতেরও পূর্বাভাস মিলেছে। বিশেষ করে ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আগামীকাল ফের ভয়ংকর দুর্যোগ নেমে আসতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হয়েছে। করোনার প্রকোপের মাঝে মেঘের ভ্রুকুটি ত্রিপুরাবাসীকে চিন্তায় ফেলেছে।

কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

ভাতাও।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ এর জুন পর্যন্ত দেড় বছর বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে না। একই নিয়ম কার্যকর হবে পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রেও। ২০২১ সালের জুলাই থেকে যখন ডিএ দেওয়া হবে, তখন সংশোধিত হারে দেওয়া হবে। তবে কোনও বকেয়া দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রের ওই বিজ্ঞপ্তিতে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন দেশের প্রায় ৪৮ লক্ষ ৩৪ হাজার সরকারি কর্মী এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ ২৬ হাজার পেনশনভোগী।

মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সাধারণত কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে রাজ্যগুলি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রেও সেটা হলে রাজ্য কেন্দ্র মিলিয়ে সরকারের ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা বাঁচবে। সেটা করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় খরচ করা সম্ভব হবে।

বিশ্বনাথ সাহা

আটের পাতার পর

বিস্কুট তুলে দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেছেন। লকডাউনের নিয়মকানুন সকলকে যথাযথভাবে মেনে চলতে এবং আরক্ষা প্রশাসনকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

সম্মাননা প্রদান

আটের পাতার পর

থাকতো তাহলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করত বলে তিনি মনে করেন। তারা সঠিকভাবে কাজ করছে বলেই আগরতলা পুরনিগম এলাকা পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত রয়েছে। তাদের প্রতি প্রত্যেকের সম্মাননা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডল কমিটি প্রত্যেককে টাওয়াল ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করে সম্মাননা প্রদান করেছে। শুধু পুরনিগমের সাফাই কর্মীরাই নন চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মী, সংবাদমাধ্যম সহ আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লকডাউন চলাকালে কাজ করায় তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা।

২,৬২৩,৪১৫

আটের পাতার পর

সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ২,৬২৩,৪১৫। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ১৮৩,০২৭। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩৯,৬৭৫, ইতালিতে সংক্রমিত ১৮৭,৩২৭, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২০৮,৩৮৯, ফ্রান্সে ১৫৭,১২৫ এবং জার্মানিতে ১৫০,৬৪৮ জন।

বিধায়ক দিলীপ দাস

আটের পাতার পর

জওয়ানদের মধ্যে মাস্ক ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস বলেন, বিএসএফ, জওয়ানরা দিনরাত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মিষ্টি ও মাস্ক প্রদান করা হয়। বিএসএফের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণকে সতর্ক থাকতে বলেছেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। কোথাও বাংলাদেশিদের আনাগোনা পরিলক্ষিত হলে প্রশাসনের নজরে আনার জন্য বলেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। তিনি বলেন, রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত কোন রোগী নেই। যে দু'জনের মধ্যে করোনা পাওয়া গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অপরজনও সুস্থ হয়ে উঠছেন।

খেলা

সময়ের ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা নিজেদের জন্যই খেলত বিস্ফোরক ইনজামাম

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): তিনি যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁরা দলের কথা না ভেবে নিজেদের জন্যই খেলতেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা দলের জন্যই খেলতেন। এমনই বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক।

ভারতের বিরুদ্ধে সব সময়ই নানা মিথ্যা অপবাদ আসতেই থাকে পাকিস্তানের তরফে। এবার ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হক। তাঁর দাবি, তিনি যে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে খেলেছেন, তাঁরা দলের কথা না ভেবে নিজেদের জন্যই খেলতেন। কিন্তু পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা দলের জন্যই খেলতেন।

ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন সতীর্থ রামিজ রাজার সঙ্গে কথোপকথনের সময় ইনজামাম বলেছেন, 'আমরা যখন ভারতের বিরুদ্ধে খেলতাম, ওদের ব্যাটিং বিভাগ কাগজে-কলমে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি ৩০-৪০ রানও করত, সেটা দলের কাজে লাগত।

অন্যদিকে, ভারতের ব্যাটসম্যানরা ১০০ রান করলেও, সেটা নিজের জন্যই করত। সেটাই দু'দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল।'

'পিটারসেনের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল দলের অনেকে'

রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠল একজনের ব্যাংক ব্যালান্স, তাতে পাল্টে গেল ড্রেসিং রুমের আবহ। ইংল্যান্ড দলের সেই সময়টার কথা বলছেন মাইকেল ভন। সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের দাবি, মোটা অঙ্কের চুক্তিতে আইপিএলে দল পাওয়ার পর কেভিন পিটারসেনের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটারদের অনেকে। এতদিন পর সেই প্রসঙ্গ উঠে আসায় অবশ্য বেশ বিরক্ত পিটারসেন।২০০৯ আইপিএলে দামী ক্রিকেটারদের একজন ছিলেন পিটারসেন। ৯ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু ফক্স স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভন জানালেন, পিটারসেনের বিশাল অঙ্কের চুক্তি ইংল্যান্ড দলের অনেকে স্বাভাবিকভাবে নেয়নি।"আমার মনে হয়, তারা অনেক ঈর্ষান্বিত ছিল। সেই ক্রিকেটাররা এখন তা পুরোপুরি অস্বীকার করবে। তবে ব্যাপারটা এরকমই ছিল, যখন কেভিন বড় অঙ্কের একটা চুক্তিতে ছিল।"

ক্রিকেটারদের আইপিএলে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিতে তখন অনীহা ছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি)। কিন্তু পিটারসেন চাইতেন আইপিএলে খেলতে। পিটারসেনের সঙ্গে ততালীন অধিনায়ক অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসের সম্পর্কের টানপোড়েন নিয়ে সেসময় আলোচনা হয়েছে অনেক। ভনের দাবি, সবকিছুর শুরু আইপিএলে খেলতে চাওয়া নিয়েই।

"কেভিনের আইপিএল খেলতে যেতে চাওয়া ছাড়া আর কোনো ব্যাপার সেখানে ছিল না। ওই সময় থেকেই এসবের শুরু এবং দলে বিরোধও ফুটে ওঠে।"

পিটারসেনের যদিও আইপিএল খেলতে চাওয়ার যুক্তি ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, আইপিএলে বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলে ইংলিশ ক্রিকেটারদের উন্নতি হবে। তবে তার সতীর্থদের ভাবনা ছিল ভিন্ন, জানালেন ইংল্যান্ডের ২০০৫ অ্যাশেজ জয়ী অধিনায়ক ভন।

"সে (পিটারসেন) দলকে বলতো, সে খেলতে চায় কারণ ওয়ানডে দলের উন্নতিতে কাজে লাগবে এবং নিজেদের খেলায় উন্নতির জন্য ওয়ানডে দলের সব খেলোয়াড়দের এই সুযোগ পাওয়া উচিত।"

" কিন্তু তারা (দলের অনেকে) মনে করত, কেভিন শুধু অর্থের জন্যই সেখানে খেলতে যেতে চায়। সে এত টাকা পাচ্ছে, কিন্তু অন্য অনেকেই সামান্য কিছুও পাচ্ছিল না। ওই ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছিল যেন, কেভিন বনাম গোটা দল!"

ভনের এই খবর দেখে বৃহস্পতিবার টুইটারে জবাব দেন পিটারসেন। তা লুকাননি নিজের বিস্ময় ও বিরক্তি। করোনাভাইরাসের এই সময়ে সবাইকে ইতিবাচক থাকার অনুরোধও জানান সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

"বিস্ময়কর! এই গল্পগুলো এখনও শিরোনাম হচ্ছে! আমি কী বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে পারি, এসব নিয়ে আর কথা না বলতে! আমরা সবাই অনেকটা পথ পেরিয়েছি এবং কথা বলার মতো আরও অনেক দারুণ কিছুই আমার ক্যারিয়ারে আছে!"" এখন আমরা বিচ্ছিন্ন এক পৃথিবীতে বাস করছি, প্রয়োজন এখন ইতিবাচকতা!"

'নেইমার ফুটবলকে সর্বোচ্চে গুরুত্ব দিলে বিশ্বকাপ জিতবে ব্রাজিল'

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বই শুরু হয়নি এখনও, তারপরও কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের খুব ভালো সম্ভাবনা দেখছেন রাফায়েল। এক সময়ের সতীর্থ নেইমারের উপস্থিতিই আশা দেখাচ্ছে তাকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই ডিফেন্ডার মনে করেন, ফুটবলের বাইরের বিতর্কিত বিষয়গুলো নেইমার বাদ দিলে কাতারে শিরোপা জিততে পারে ব্রাজিল।২০১২ লন্ডন অলিম্পিক ফুটবলে দেশের হয়ে খেলেন তারা। সেবার রূপা জিতেছিল ব্রাজিল। দুজনই এখন খেলেন ফরাসি লিগ ওয়ানে। নেইমার সম্পর্কে তাই ভালো করেই জানেন লিওঁর ডিফেন্ডার রাফায়েল। ইএসপিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, দেশকে বিশ্বকাপ জেতাতে নেইমারের নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।"অবশ্যই নেইমারকে আমাদের দরকার। আমাদের তাকে অনেক বেশি প্রয়োজন। মাঠের বাইরে তার অনেক বিষয়ে উন্নতি প্রয়োজন। একজন ফুটবলারের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে ভালো খেলার জন্য তার মাঠের বাইরে অনেক উন্নতি প্রয়োজন। আশা করি, সে এটা করতে পারবে। যদি পারে, তাহলে আমাদের জেতার ভালো সুযোগ থাকবে।"নেইমারের মধ্যে নেতৃত্বগুণ নেই বলে মনে করেন রাফায়েল। তবে আরেকটু মনোযোগী হলে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার সময়ের সেরা খেলোয়াড় হতে পারবেন বলে বিশ্বাস তার।

"নেইমার নেতা নয়। আমার মনে হয় না, সে একজন নেতা। তার মধ্যে বিষয়টা নেই... যদি সে লক্ষ্যে স্থির ও মনোযোগী হয়, তাহলে সে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হতে পারে।"২০১৭ সালের অগাস্টে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে বারবার চোটে পড়েছেন নেইমার। এসময় নানা নেতিবাচক খবরের শিরোনামও হয়েছেন

করোনায় আক্রান্ত বিশ্ব, জন্মদিন পালন করবেন না শচিন

মুম্বই, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): রাত পোহালেই ৪৭ এ পা দেবেন মাস্টার ব্লাস্টার শচিন তেন্ডুলকর। কিন্তু এবার জন্মদিন পালন করবেন না তিনি, জানিয়েছেন ঘনিষ্ট মহলে। করোনার জেরে এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গোটা বিশ্ব। দেশজুড়ে সঙ্কট। মন ভাল নেই মাস্টারেরও। তাই অন্যান্যবারের মতো এবার নিজের নিজের জন্মদিনে কোনও সেলিব্রেশন করতে চান না মাস্টার ব্লাস্টার।

করোনাভাইরাসের কারণে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। মারণ ভাইরাসের ধাক্কায় গৃহবন্দি সকলেই। করোনাভাইরাসের প্রকোপের জেরে এখন সারা বিশ্বে খেলাধূলাও বন্ধ। ক্রিকেটারদের অলস সময় কাটছে। প্রত্যেকেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। এই অবস্থায় আগামীকাল শুক্রবার ২৪ এপ্রিল শচিনের জন্মদিন। কিন্তু এবার ৪৭ তম জন্মদিন সেলিব্রেট করছেন না মাস্টার ব্লাস্টার! বন্ধুদের শচিন জানিয়েছেন, গোটা বিশ্ব মহামারীর ধাক্কায় স্তব্ধ। বিশ্বজুড়ে প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। দেশেও একমাস হয়ে গেল লকডাউন চলছে। এই অবস্থায় নিজের জন্মদিন পালন করার মতো কোনও মানসিকতা তাঁর নেই। বরং এই বিপদের দিনে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন বলে জানিয়েছেন শচিন। করোনা মোকাবিলায় শচিন কেন্দ্র এবং নিজের রাজ্যের তহবিল মিলিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করেছেন।

আমি দান করি না: সাবেক রিয়াল ফরোয়ার্ড

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে সারা বিশ্ব। যে যতটুকু পারছেন, তাই নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসহায়দের প্রতি। এগিয়ে আসছেন ক্রীড়া জগতের অনেকে। সেখানে উল্টো পথে হাঁটলেন এমানুয়েল আদেবায়োর। 'আমি দান করি না', এমন মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই ফরোয়ার্ড।

কোভিড-১৯ মহামারীতে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আক্রান্ত হয়েছেন ২৬ লাখের বেশি মানুষ। প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় এক লাখ ৮৫ হাজার।সংকটময় এ সময়ে অসহায়দের সাহায্যার্থে ক্রীড়া জগতের অনেকের অনুদান দেওয়ার খবর আসছে প্রতিদিনই। কেউ দান করছেন নিজ দেশে, কেউ আবার যেখানে খেলেন সেখানে। কিন্তু টোগোর স্ট্রাইকার আদেবায়ো এখনও তেমন কোনো ঘোষণা না দেওয়ায় পড়েছেন সমালোচনার মুখে।

আর তাতে বেশ ক্ষেপেছেন ৩৬ বছর বয়সী এই ফুটবলার। ফেইসবুকে এক লাইভ ভিডিওতে পাল্টা ক্ষোভ প্রকাশ করেন ২০১০-১১ মৌসুমের শেষ ছয় মাস ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ধারে রিয়াল মাদ্রিদে কাটানো আদেবায়ো। "আমার মন যা বলে, আমি তাই করি। অন্যদের কথায় কিছু করি না।"

"যারা বলছে আমি অনুদান দেই না, তাদের উদ্দেশে পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমি সত্যিই দান করি না। খুব সাধারণ বিষয়। আমাকে দিদিয়ের দ্রগবা ও সামুয়েল ইতোর সঙ্গে তুলনা করতে পারেন, তবে আমি তাদের মত নই।" "আমার যা মন চাই, তাই করি। যা খেতে ইচ্ছে করে, তাই খাই। আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু মানুষ আছে, যারা টোগোয় চ্যারিটি না করার জন্য আমার সমালোচনা করবে।"বর্তমানে প্যারাগুয়ের ক্লাব অলিম্পিয়ায় খেলা আদেবায়োর দাবি, দেশে তিনি এই ভাইরাস নিয়ে যাননি। তাই অনুদান দিতেও বাধ্য নন তিনি।"কিছু মানুষ মনে করে, এখানে ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ আমি ঘটিয়েছি। বিষয়টা হতাশাজনক।"

অসহায়দের সহায়তায় একাট্টা নেইমার-আলিসনরা

কোভিড-১৯ মহামারীতে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন নেইমার, আলিসনসহ ব্রাজিলের প্রথম সারির ফুটবলাররা। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের (সিবিএফ) সঙ্গে মিলে প্রায় ১০ লাখ ডলার অনুদান দিচ্ছেন তারা।বার্সেলোনার সাবেক রাইট-ব্যাক দানি আলভেসসহ দেশটির ফুটবলার ও বোর্ডের স্টাফসহ ৫৭ জন মিলে দিয়েছেন প্রায় চার লাখ ৬৩ হাজার ডলার।সিবিএফের ওয়েবসাইটে এক ভিডিও পোস্টে নেইমার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।"এমন কঠিন সময়ে অনেক পরিবারের সাহায্য দরকার, আমাদের সাহায্য।"এই অর্থে ৩২ হাজার পরিবারকে দুই মাসের খাদ্য ও স্যানিটারি পন্য দেওয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন সিবিএফ প্রেসিডেন্ট রোজেরিও কাবোকলো।লাতিন আমেরিকায় কোভিড-১৯ মহামারী সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে ব্রাজিলে। এ পর্যন্ত দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৩ হাজারের বেশি, মারা গেছেন দুই হাজার ৭৪১ জন।

ফুটবলারদের 'বিকল্প পথ' খুঁজতে হবে

করোনাভাইরাসের ছোবলে অন্য সব খেলার মত ফুটবলও বন্ধ রয়েছে এক মাসের বেশি সময় ধরে। আবার কবে মাঠে গড়াবে খেলা, নিশ্চয়তা দিতে পারছে না কেউ। অনির্দিষ্টকালের জন্য খেলা বন্ধ থাকায় অদূর ভবিষ্যতে আর্থিক সঙ্কটে পড়তে পারেন ফুটবলাররা। তাই এখনই তাদের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার বলে মনে করেন গ্যারি নেভিল। ফুটবলারদের অন্য বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের পরামর্শও দিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক অধিনায়ক।

ক্লাবের সঙ্গে অনেক খেলোয়াড়ের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে আগামী জুনে। চুক্তি নবায়ন কিংবা নতুন ক্লাবে যেতে সমস্যা হতে পারে তাদের। খেলা বন্ধ থাকায় খেলোয়াড়রা সবাই এখন ঘরবন্দি। সময়টা তাদের কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন নেভিল।

"আমি যদি আজ ফুটবল খেলোয়াড় থাকতাম, তাহলে আমি অনলাইনে কিছু শিখতাম, একটা ডিগ্রি নিতাম। দ্বৈত দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করতাম। এটি ভয় পাওয়ার জন্য বলা না। এমন নয় যে তাদের ক্যারিয়ার শেষ। এটি কেবল পরিকল্পনা।"

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের সমস্ত সরকারী ও সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহে কর্মরত সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের EmpowerU Shiksha Darpan app-এ স্ব স্ব Profile Updation-এর কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সমস্ত প্রধান শিক্ষক / প্রধান শিক্ষিকাগণকে তাঁদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের Updated Profile পরীক্ষা করার পর তা EmpowerU Shiksha Darpan app-এ আগামী ২৬/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে সুনিশ্চিত (Confirm) করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Sd/-
(Saju Vaheed A., IAS)
Director, Elementary Education

ICA/D-040/2020-21

MEMORENDUM

Ref:- PNIT No. 06/EE/DWS/AGT-II/2019-20.
DNIT No. 67/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2018-19.
DNIT No. 21/DNIT/EE/DWS/AGT-II/2019-20.
Due to LOCK DOWN declared by the Govt. of Tripura vide letter No. F. (1)/CS/GA(P&T)/2020, dated 31/03/2020 of the Chief Secretary, Govt. of Tripura, the last date for application, issue of Tender document & dropping of tender document was extended as on 16/04/2020, 18/04/2020 & 23/04/2020 respectively instead of 04/04/2020, 07/04/2020 & 09/04/2020 vide No. F. 7(26)/EE/DWS/AGT-11/8089-8130, dated 19/03/2020. As LOCK DOWN period extended up to 03/05/2020 the same dates are hereby further extended as on 05/05/2020, 06/05/2020 & 12/05/2020 respectively.
All other terms and conditions are remaining unchanged. lefr)

ICA/C-069/2020-21

(Er. A. Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II Agartala,
Tripura (W)

জাগরণ 24 April, 2020, Friday আগরতলা ২৪ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■ ১১ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বৃহস্পতিবার চড়িলামে কাল বৈশাখীর দাপটে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা দেখতে যান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। বড়দোয়ালি বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় জরুরি পরিষেবায় যুক্ত আগরতলা পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সাফাই কর্মীদের টাওয়াল প্রদান ও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। টাউন বড়দোয়ালি বিজেপি মণ্ডল কমিটি লকডাউন চলাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুর এলাকা জঞ্জালমুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে যুক্তদের সম্মানিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডলের উদ্যোগে পুরগিনমের সাফাই কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক আশিস কুমারসাহা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন, মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই গোটা দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দেশের জনগণ অক্ষরেঅক্ষরে পালন করে চলেছেন। সে কারণেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা এবং মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। লকডাউনের নিয়মকানুন আগামীদিনেও মেনে চললে দেশকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে সামনের সারিতে যারা কাজ করে চলেছেন। তাদের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করা খুবই জরুরি বলে তিনি মনে করেন। এরই অঙ্গ হিসেবে বিজেপি টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডল পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের সম্মাননা প্রদানের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। তিনি বলেন, লকডাউন চলাকালে যারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো পুরনিগমের সাফাই কর্মীরা। তারা যদি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে নিযুক্ত না

ছয়ের পাতায় দেখুন

দশ দফা দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিল আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার ১০ দফা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। দাবিগুলির মদ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা, ফড়িয়াদের মাল পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করা, ফরিয়ারা বাজারে যেতে না পাড়ায় উৎপাদিত ফসল কৃষকরা বিক্রি করতে পারছেন না। উৎপাদিত সবজি হিমঘরে মজুত রাখার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও হিমঘর স্থাপন করা, কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা প্রদান, রাজ্যের উৎপাদিত রাবারকে কাজে লাগাতে রাবার ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা, অটো, টমটম, রিক্সা সহ মোটর শ্রমিকদের লকডাউন চলাকালে মাসে ৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে ফসল কাঁটার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাজ করার জন্য নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শিক্ষাক্রম চালু রাখার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই অনলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। পাশাপাশি দেশের সমস্ত বইয়ের দোকান খোলা রাখার জন্যও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে গোটা দেশজুড়েই লকডাউন চলছে। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে। একথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা অনলাইনে চালু রাখা এবং বইয়ের দোকানগুলি খোলা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অনলাইনে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বইয়ের দোকানগুলি যাতে খোলা থাকে সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার থেকে দ্যা অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যের সমস্ত বইয়ের দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আগরতলা শহরের বইয়ের দোকানগুলো খোলা হয়। দোকানগুলিতে ক্রেতাদের ভীড়ও পরিলক্ষিত হয়। স্কুল, কলেজ খোলা না থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বাড়িঘরে নিয়মিত পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে পারে সেজন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। লকডাউন চলাকালে বইয়ের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলেও এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব মেনে বইয়ের দোকান খোলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে দ্যা অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন।

বিএসএফ জওয়ানদের হাতে মিষ্টি ও মাস্ক তুলে দিলেন বিধায়ক দিলীপ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস বৃহস্পতিবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বিএসএফ জওয়ানদের হাতে মিষ্টি এবং মাস্ক তুলে দেওয়া হয়। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঘটনা উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে আতঙ্কিত ত্রিপুরার জনগণও। কোন কারণে বাংলাদেশিরা সীমান্ত অতিক্রম করে রাজ্যে অনুপ্রবেশ করলে ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখা দিতে পারে। সেজন্য সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোন ধরনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করতে বিএসএফকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিএসএফ এক্ষেত্রে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস বৃহস্পতিবার তার নিজ বিধানসভা এলাকায় সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। পরিদর্শনকালে বিএসএফ

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ২১,৩৯৩, মৃত্যু ৬৮১ জনের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বৃহস্পতিবার সকাল আটটার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৬৮১ জনের। স্বস্তির বিষয় হল, করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪২৫৭ জন। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২১,৩৯৩ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১৬,৪৫৪)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৮১। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪২৫৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৬৮১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু'জনের, দিল্লিতে ৪৮ জনের, গুজরাটে ১০৩ জনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৮০ জন, মহারাষ্ট্রে ২৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৬ জন, রাজস্থানে ২৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৮ জন, তেলেঙ্গানায় ২৩ জন, উত্তর প্রদেশে ২১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের অন্যান্য রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, মহারাষ্ট্রে বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬৫২, দিল্লিতে ২,২৪৮, তামিলনাড়ুতে ১৬২৯, কেরলে ৪৩৮, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৪২৭ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৮১৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৮ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৫ জন, বিহারে ১৪৩ জন, চন্ডীগড়ে ২৭ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৬ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ২৪০৭ জন, হরিয়ানায় ২৬২ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৪০৭ জন, ঝাড়খণ্ডে ৪৯ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৫৯২ জন, মণিপুরে দু'জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৮৩ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ২৫১ জন, রাজস্থানে ১৮৯০ জন, তেলেঙ্গানায় ৯৪৫ জন, ত্রিপুরায় দু'জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৬ জন, উত্তর প্রদেশে ১৪৪৯ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৫৬ জন।

অভিবাসনে কোপ, নির্বাহী আদেশে সই করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): মার্কিন মুলুকের নাগরিকদের স্বার্থে এবং চাকরি সুরক্ষার স্বার্থে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাময়িকের জন্য আমেরিকায় অভিবাসন (ইমিগ্রেশন) বন্ধ করার নির্বাহী আদেশে সই করলেন ট্রাম্প। অর্থাৎ, করোনা-প্রকোপে এমনিতেই বেসামাল অবস্থা আমেরিকার, এমতাবস্থায় কাজের খোঁজে অন্য দেশের কাউকে আমেরিকার মাটিতে পা রাখতে দিতেই চান না ট্রাম্প! ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোররাতে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, "আমাদের মার্কিন কর্মীদের সুরক্ষার স্বার্থে, আপাতত আমেরিকায় অভিবাসন (ইমিগ্রেশন) বন্ধ করার নির্বাহী আদেশে সই করেছি।"

অষ্টম দিনে মৃত্যুর খবর নেই চিনে, নতুন করে আক্রান্ত ১০ জন

বেজিং, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): চিনে থেমেই গেল মৃত্যু-মিছিল। এই নিয়ে পরপর ৮ দিন, করোনায় সংক্রমিত হয়ে বৃহস্পতিবারও মৃত্যুর কোনও খবর নেই চিনে। তবে, নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ১০ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ জন, এই সময়ের মধ্যে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। নতুন করে ১০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৭৯৮। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪,৬৩২-এ থমকে গিয়েছে।

করোনা-আক্রান্ত আরও ৪৭ জন, রাজস্থানে সংক্রমিত বেড়ে ১৯৩৫

জয়পুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল রাজস্থান। রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ জন। নতুন করে ৪৭ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯৩৫। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ জন। আক্রান্ত ৪৭ জনের মধ্যে জয়পুরে ১২ জন আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুরে ২০ জন, নাগৌর-এ ১০ জন, হানুমানগড় এবং কোটায় দু'জন করে আক্রান্ত এবং আজমের-এ একজন সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯৩৫-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৪৪ জন। মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের।

পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ১৮৩, ০২৭, সংক্রমিত কমপক্ষে ২,৬২৩,৪১৫

ওয়াশিংটন, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের হানায় বিশ্বজুড়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১৮৩,০২৭-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ২,৬২৩,৪১৫ জন। ২৩ এপ্রিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থদান অব্যাহত, এখনও পর্যন্ত ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অর্থদান অব্যাহত রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ত্রাণ তহবিলে জমা পড়েছে। আরও বেশকিছু সংখ্যক চেক মন্ত্রী এবং বিধায়কের কাছে জমা পড়েছে। সঙ্কটময় মুহূর্তে ত্রাণ তহবিলে দানের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবারও শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের কাছে বিভিন্ন সংগঠন, স্কুল ও ব্যক্তিবর্গ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে অর্থদান করেছেন। এর মধ্যে শিশুবিহার স্কুল ৫০ হাজার টাকা, শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর বিদ্যামন্দির ৫০ হাজার টাকা, ভারতীয় বিদ্যাভবন ১ লক্ষ টাকা, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সমিতি ১০ হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। আরও অনেকে ত্রাণ তহবিলে অর্থদানের জন্য যোগাযোগ করছেন। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, এতো ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এর আগে কোনদিন মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে এতো বেশি সংখ্যায় অর্থদান করেননি। একদিকে মানুষ যেমন ত্রাণ তহবিলে দান করছেন, অন্যদিকে রাজ্য সরকারও সেই টাকা অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আমাদের রাজ্যের ২৭৪২ জন রাজ্যের বাইরে চিকিৎসা, ভ্রমণ সহ নানা কারণে রয়েছেন। লকডাউন ঘোষণার ফলে তারা আটকে পড়েছেন। তাদের জন্য রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত ৯১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৮ টাকা পাঠিয়েছে। শুধুমাত্র বুধবার ১০৩৩ জনকে ৩৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শুধু রাজ্যের বাইরে যেসব রাজ্যের মানুষ আটকে রয়েছেন তাদেরকেই সাহায্য নয়, আমাদের রাজ্যে বহির্রাজ্যের যেসব পরিযায়ী শ্রমিক আটকে রয়েছে তাদের খাবার ও নগত অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারী ও রাজ্যবাসী অত্যন্ত মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের অন্যকোন রাজ্য আমাদের মতো ভূমিকা পালন করেনি। কেননা, আমাদের রাজ্যে বহির্রাজ্যের যেসব নাগরিক আটকে রয়েছে তাদের রাজ্য থেকে তাদের জন্য কোন ধরনের সাহায্য পাঠানো হয়নি।

বটতলা ফাঁড়ির পুলিশকে মাস্ক দিলেন পুর কাউন্সিলার বিশ্বনাথ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় আরক্ষা কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী ও সাংবাদিকরা যেভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে কাজ করে চলেছেন সেজন্য তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আগরতলা পুরনিগমের ২২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিশ্বনাথ সাহা। তিনি বৃহস্পতিবার বটতলা আউটপোস্টের সমস্ত পুলিশ কর্মীর হাতে গ্লাভস, মাস্ক, সেনিটাইজার, জল ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ১০,৫৯৩, মৃত্যু ২২২ জনের

ইসলামাবাদ, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সকাল ৮.০০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১০, ৫০৩-এ পৌঁছেছে। আক্রান্তের নিরিখে এখনও সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশেই, সেখানে সংক্রমিত ৪, ৫৯০ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৩,৩৭৩ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১,৪৫৩, বালোচিস্তানে ৫৫২, ইসলামাবাদে ১৯৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ২৯০, আজাদ কাশ্মীরে ৫১।

সংক্রমণের পাশাপাশি পাকিস্তানে মৃত্যুও বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২২২ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৬৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৫৮, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৮৩, বালোচিস্তানে ৬, ইসলামাবাদে ৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভাইরাস ছড়াচ্ছে বিজেপি : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, "প্রত্যেকের যখন করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করা উচিত, সেই সময় বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতের ভাইরাস ছড়াচ্ছে বিজেপি।" চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী-সহ অন্যান্যদের কুর্নিশ জানিয়ে সোনিয়া গান্ধী আরও বলেছেন, চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক, স্বাস্থ্য কর্মী, সাফাই কর্মী, প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহকারী, এনজিও এবং দেশের সর্বত্র অভাবীদের কাছে যাঁরা ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন, তাঁদের উৎসর্গ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করে।

এদিন কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলার প্রেক্ষিতেই লকডাউনের সাফল্য বিচার করতে হবে আমাদের। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতাই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের প্রধান চাবিকাঠি।

দুষ্কৃতী-হামলার শিকার সস্ত্রীক অর্ণব গোস্বামী, গ্রেফতার দু'জন অভিযুক্ত

মুম্বই, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): ভোররাতে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতী হামলার কবলে পড়লেন সস্ত্রীক রিপাবলিক টিভি চ্যানেলের এডিটর-ইন-চিফ অর্ণব গোস্বামী। বৃহস্পতিবার ভোররাতে নিজস্ব গাড়িতে চেয়ে চ্যানেলের স্টুডিও থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন অর্ণব ও তাঁর স্ত্রী সামিয়া গোস্বামী। সেই সময় তাঁদের গাড়িতে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দু'জন দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় অর্ণব ও তাঁর স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ভোররাতে নিজস্ব গাড়িতে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন অর্ণব ও তাঁর স্ত্রী সামিয়া। সেই সময় হামলা চালায় দু'জন দুষ্কৃতী। অক্ষত রয়েছেন অর্ণব ও তাঁর স্ত্রী। এই হামলার ঘটনায় এন এম জোশী মার্গ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ এবং ৫০৪ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেন অর্ণব ও তাঁর স্ত্রী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

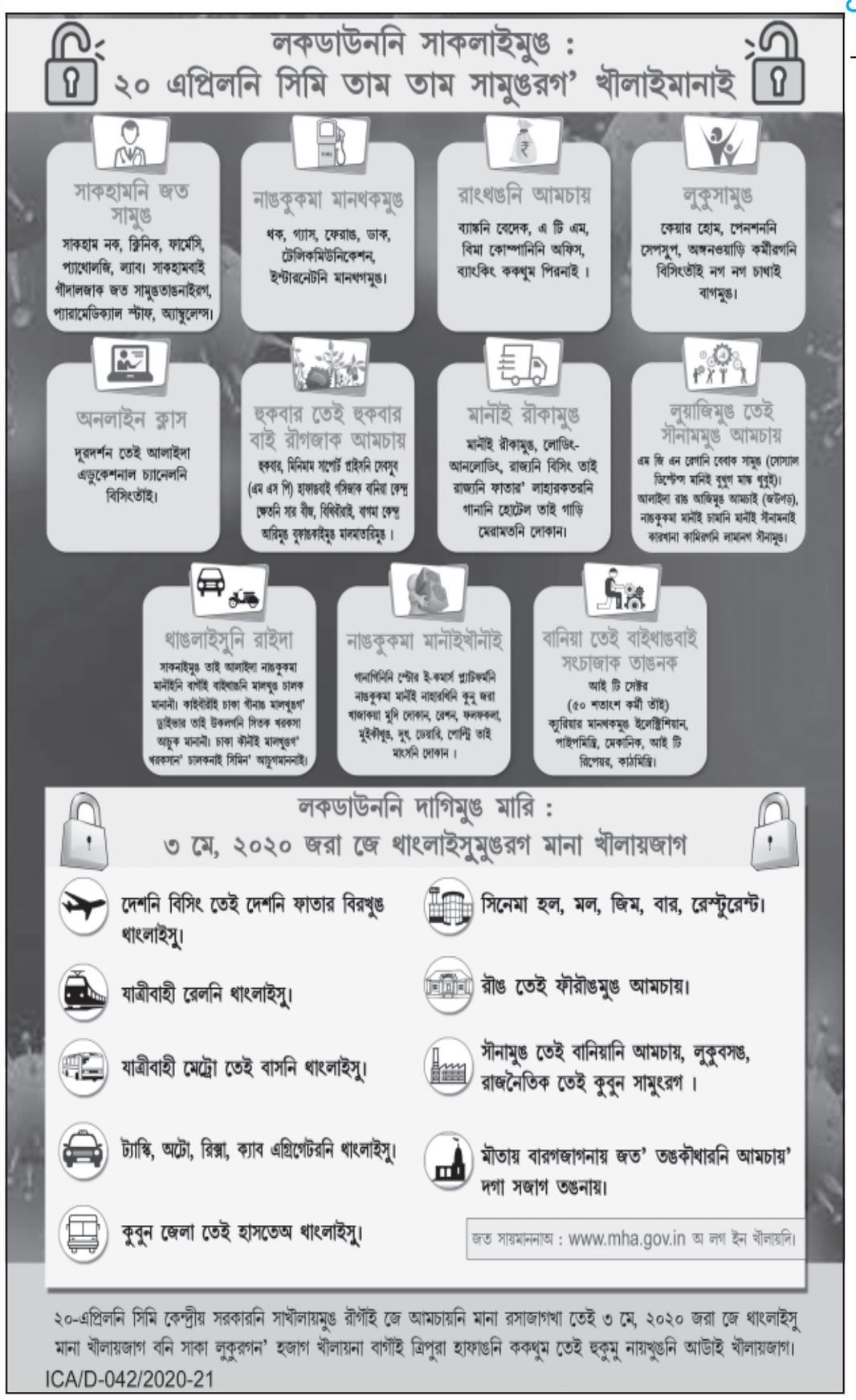

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।